সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে

[কমরেড ক্রুশ্চেভ ও বিশ্বের অন্যান্য কমরেডদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি]

ক্রুশ্চেভ কর্তৃক সোভিয়েট পার্টি ও রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করার পর ব্যক্তিপূজা নির্মূলের নামে কমরেড স্ট্যালিনকে মসীলিপ্ত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক অপূর্ব মূল্যায়ণ।

প্রিয় কমরেড,

কমরেড ক্রুশ্চেভ[১]-এর নেতৃত্বে সি পি এস ইউ-এর বিংশতি কংগ্রেসে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে স্ট্যালিনের ভূমিকার একটা মূল্যায়ন তারা করবে। বিংশতি কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের আগে পর্যন্ত, দুনিয়ার প্রায় সকল কমিউনিস্ট স্ট্যালিনকে ভুলের ঊর্ধ্বে; সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করতেন। স্ট্যালিনের মূল্যায়ন সম্পর্কে বিংশতি কংগ্রেসে সমালোচনার যে সূচনা হয়েছিল, দ্বাবিংশতি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি তারই পরিণতি হিসাবে এসেছে। তার পর থেকে সোভিয়েট নেতৃত্ব বিভিন্ন যে পদক্ষেপগুলি নিয়ে চলেছেন, তার মধ্যে আমরা দ্বাবিংশতি কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তেরই প্রতিফলন দেখেছি, যার কম-বেশী উদ্দেশ্য একটাই, তাহল, জনমানস থেকে স্ট্যালিনকে মুছে ফেলা। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর রচনাবলী প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; তাঁর রচনা থেকে কোন উদ্ধৃতি দেওয়া সযত্নে পরিহার করা হচ্ছে; তাঁর স্মৃতিবিজড়িত শহর, গ্রাম-পার্ক, রাস্তা, যৌথখামার এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠান, যেখানেই তাঁর নাম রয়েছে, সেগুলির নাম বদলে নতুন নামকরণ করা হচ্ছে; তাঁর প্রতিকৃতি এবং মূর্তিগুলি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে; লেনিন-স্ট্যালিন মুসোলিয়াম থেকে তাঁর সংরক্ষিত মরদেহটি অপসারিত করা হয়েছে এবং মুসোলিয়ামটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে লেনিন-মুসোলিয়াম। এই যে সব পদক্ষেপ বা এ ধরনের আরও যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারে সি পি এস ইউ-এর বর্তমান নেতাদের অভিযোগ হল, স্ট্যালিন যেসব কমিউনিস্টবিরোধী ঝোঁক এবং কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তাকে প্রতিহত করা এবং শেষ পর্যন্ত তা উচ্ছেদ করে ফেলাই তাঁদের উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে ব্যক্তিপূজা এবং বিশেষভাবে স্ট্যালিনপূজার মধ্য দিয়েই প্রধানত কমিউনিস্টবিরোধী ঝোঁক ও কার্যকলাপগুলি প্রতিফলিত হয়েছে বলে তাঁরা বলতে চাইছেন। আরও যেসব অভিযোগ স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, তার মধ্যে আছে, দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে লঙঘন করা, স্ট্যালিন আমলে পার্টি জীবনে এবং প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের জন্ম ও শক্তিশালী হওয়া, আর সর্বশেষে ক্ষমতা অপব্যবহার করা, যার ফলে নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

সাম্যবাদী দুনিয়ায় মতপার্থক্য

ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিনের যে বিশেষ মূল্যায়ন করেছে এবং ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে ধরনের পদক্ষেপগুলি তাঁরা নিচ্ছেন, তা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যে গুরুতর মতপার্থক্য রয়েছে, তা অস্বীকার করা চলে না। নানাভাবে, নানা কথার মধ্য দিয়ে এই মতপার্থক্য ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। বেশ কিছু কমিউনিস্ট পার্টি, ক্রুশ্চেভের এই লাইন অনুসরণ করে, নিজের নিজের দেশে স্ট্যালিনকে একেবারে মুছে দেওয়ার, না হলেও অন্তত তাঁকে সাধারণ কমিউনিস্টের স্তরে নামিয়ে আনার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এইসব ঘটনাগুলো স্ট্যালিন আমলের সেই পুরানো যান্ত্রিকতার অভ্যাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন এই দলগুলোকেই আমরা দেখেছি যে, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি যা বলেছে বা যা করেছে, যান্ত্রিকভাবে সব ব্যাপারেই সায় দিতে। উল্টো দিকে কিছু কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের থেকে, পাল্টা ঝোঁকে একেবারে কট্টর ক্রুশ্চেভবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে। এদের মধ্যে যাঁরা দারুণ উগ্র তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে এতদূর পর্যন্ত গেছেন যে, স্ট্যালিন প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভ যা বলেছেন, যা করেছেন সবকিছুর নিন্দা করে, একেবারে ক্রুশ্চেভের কুশপুত্তলিকা দাহ করতে পর্যন্ত নেমে পড়েছে। আর একদল রয়েছেন, যাঁরা সাধারণভাবে ক্রুশ্চেভের লাইনের সঙ্গে মোটামুটি একমত হওয়া

সত্ত্বেও বর্তমানে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হচ্ছে। আদর্শগত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিভ্রান্তির ফলে তাঁরা দাবি তুলেছেন যে, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন পরিচালনা করবে যে নেতৃত্ব, তার মূল কেন্দ্র এখন থেকে আর একটিমাত্র দেশে থাকা উচিত নয়, নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একাধিক কেন্দ্র থাকা উচিত। এইসব ঘটনা থেকে, অনস্বীকার্য যে সত্যটি ফুটে উঠেছে তাহল, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন আজ এমন এক গুরুতর আদর্শগত সংকটের সম্মুখীন যে, বিশশান্তি ও সমাজতন্ত্রের মহান শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া সহ অন্যান্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আলবেনিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমাদের আশঙ্কা, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে যে গুরুতর আদর্শগত বিভ্রান্তি আজ দেখা দিয়েছে, সময়মত তার সঠিক সমাধান যদি না করা যায়, তাহলে এ থেকে বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটা অনভিপ্রেত ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে;দুনিয়ার মানুষকে এমন ঘটনাও দেখতে হতে পারে যে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বসাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, একে অপরের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, বিশ্বসাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌঁছাবার ও এই সুমহান আদর্শের সফল রূপায়ণের পথে অপ্রতিহত অগ্রযাত্রায় নিজেরাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বসেছে। সম্প্রতি আলবেনিয়ার সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, এবং এর ফলে আরও যেসব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই আশঙ্কাকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বরং আমাদের আশঙ্কা যে বাস্তবে একদিন সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে, এইসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে তারই ইঙ্গিত। কাজেই বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতিকে কোনমতেনই লঘু করে দেখা চলে না।

প্রকাশ্য মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিনের যে বিশেষ মূল্যায়ন করেছে এবং স্ট্যালিন সম্পর্কে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, সে ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বাস্তবে যে মতপার্থক্য রয়েছে তাকে অস্বীকার করলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনেরই ক্ষতি করা হবে। একে চোখ বুজে অস্বীকার করা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর, যার ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে। আমরা মনে করি, বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশ্নগুলিকে বিশদভাবে খুঁটিয়ে বিচার করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ব্যাপক জনগণকে জড়িত করে প্রকাশ্য মতাদর্শগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই তা হওয়া দরকার। কারণ, একমাত্র এ ধরনের প্রকাশ্য মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যে মতপার্থক্য, সেগুলিকে খোলাখুলি সমানে এনে তার সঠিক সমাধান করা সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণী এবং ব্যাপক জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার এই হল লেনিন নির্দেশিত পথ, আবার শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পথও এইটাই। আদর্শগত প্রশ্নে কোন মতপার্থক্যকে কখনই চোখ বুজে এড়িয়ে যাওয়া চলে না; বা মাঝামাজি একটা জোড়াতালির পথ বের করে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াও চলতে পারে না। শুধুমাত্র অবিচল সংগ্রামের পথেই আদর্শগত ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির কুয়াশা কাটিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনকে আবার সঠিক খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব, তাকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। তাই, এই যে মতপার্থক্য, যার সঙ্গে নীতিগত প্রশ্ন জড়িত, তাকে প্রকাশ্যে না এনে, আড়ালে-আবডালে আলোচনা করার পদ্ধতিকে একেবারেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। একথা সত্য যে, কিছু কমরেড আশঙ্কা করছেন, ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেছে এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরে যে নানাধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, এসব কিছুকে প্রকাশ্য মতবাদিক সংগ্রামের মধ্যে আনবার যে পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করেছে, তাতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ঐক্যই দুর্বল হয়ে যাবে, যার পরিণামে ভবিষ্যতে হয়ত স্থায়ী বিভেদকেই ডেনে আনবে। কিন্তু আমরা মনে করি, সাম্যবাদী ঐক্য সম্পর্কে অত্যন্ত সাদামাটা ধারণার ফলেই এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্ট্যালিন সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের সিদ্ধান্ত এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের কমিউনিস্টদের যে নানান প্রতিক্রিয়া তা নিয়ে প্রকাশ্য মতবাদিক সংগ্রাম পরিচালনা করলে, অর্থাৎ সমালোচনা-আত্মসমালোচনার লেনিনীয় নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করলে, কমিউনিস্ট ঐক্য তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে — এমন ধারণা ঠিক নয়, কারণ কমিউনিস্ট ঐক্য এত ঠুনকো নয়। আর বাস্তবে যদি

সত্যই তা এত ঠুনকো হয়, তবে আর যাই হোক, তা কমিউনিস্ট ঐক্য নয়। তাহলে যত দ্রুত তার অবসান ঘটে, যত দ্রুত তার পরিবর্তে বিভিন্ন কমিউনিস্ট দলগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত চরিত্রের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে যথার্থ ঐক্য গড়ে ওঠে, ততই মঙ্গল। লেনিনের সমগ্র জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, মতাদর্শগত প্রশ্নে যে আপোষহীন সংগ্রাম তিনি পরিচালনা করেছেন, প্রকাশ্যে খোলাখুলি যে মতবাদিক সংগ্রাম তিনি করেছেন, ঐক্যকে দুর্বল করা, স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, তা সর্বদা বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্যকে আরও সুসংহত, আরও সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতেই সাহায্য করেছে।

আজ বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথার্থ উপলব্ধির যে অভাব দেখা যাচ্ছে, তার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে, লেনিন পরবর্তীকালে বিতর্কিত সমস্ত বিষয়কে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির রুদ্ধদ্বার সভার চার দেওয়ালে আটকে রাখা এবং তা প্রকাশ্যে না আনার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে; তা এজন্য কোন অংশেই কম দায়ী নয়। তাই কমিউনিস্ট ঐক্যের যথার্থ উপলব্ধির বিকাশের জন্য এই পুরাতন নীতি ও অভ্যাস অবিলম্বে পরিহার করা প্রয়োজন।

কেন এই খোলা চিঠি

ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে স্ট্যালিনের মূল্যায়ন করেছে, সাধারণভাবে ব্যক্তিপূজা এবং বিশেষভাবে স্ট্যালিনপূজার বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে যে গুরুতর আদর্শগত সংকট দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আমাদের পার্টি হিসাবে, এস ইউ সি আই, নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারেনা। আগে যেসব বক্তব্যগুলির কথা আমরা বলে এলাম, সেগুলির ক্ষেত্রে, হয় সমর্থন না হয় বিরোধিতা — এমন দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক নয় বলেই আমাদের দল মনে করে। ছকে বাঁধা অন্ধ, যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাটি দেখলে তার কোন সুরাহাই হতে পারে না, তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা জরুরী প্রয়োজন। এই জরুরী প্রয়োজনকে সামনে রেখে এবং বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে আজ যে গুরুতর আদর্শগত সংকটে দেখা দিয়েছে, তা সমাধানের সংগ্রামে আমাদের ভূমিকা পালন করার বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, আমরা মনে করি, এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সাধারণভাবে ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাছে এবং বিশেষ করে কমরেড ক্রুশ্চেভের সামনে তুলে ধরা আমাদের এক অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সেজন্যই এই খোলা চিঠির অবতারণা। আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট সকল কমরেড এটিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করবেন।

কোনরকম একদেশদর্শিতা থাকা উচিত নয়

মূল আলোচ্য বিষয়ে যাওয়ার আগে আমাদের আন্তরিক আবেদন, অন্ধ ক্রুশ্চেভবিরোধিতা কিংবা অন্ধ স্ট্যালিনবিরোধিতার মন নিয়ে সমস্যাটিকে দেখবেন না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্ট্যালিন-এর সময়ে যা যা ঘটেছে তার সঠিক মূল্যায়ন অবশ্যই হওয়া দরকার, কিন্তু তা স্ট্যালিনকে অযথা বড় করে দেখানো অথবা তাঁকে কালিমালিপ্ত করার জন্য নয়, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্যই এটা প্রায়োজন। সাধারণভাবে ব্যক্তিপূজা এবং বিশেষভাবে স্ট্যালিন পূজা, যা বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে বর্তমান আদর্শগত বিভ্রান্তি ও সঙ্কটের মধ্যে টেনে এনেছে, ব্যক্তিপূজার এই ঘৃণ্য মানসিকতা ও অভ্যাস যে কারণগুলি থেকে জন্ম নিল, যে পরিবেশে লালিতপালিত হল তা জেনে, তাকে কিভাবে সমূলে উৎপাটিত করতে পারি; কিভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পারি সেটাই হল আমাদের, দুনিয়ার কমিউনিস্টদের, গভীর চিন্তার বিষয়। কাজেই ব্যক্তি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে লড়াই — এভাবে বিষয়টিকে দেখলে চলবে না; বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরে যা থেকে ব্যক্তিপূজার জন্ম হচ্ছে, সেই মূল কারণটিকে নির্মূল করার সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সমস্যাটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করাই হল সঠিক পথ।

ব্যক্তিপূজার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তথাকথিত ব্যাখ্যা

একথা বলে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না যে, ব্যক্তিপূজাবাদ যৌথনেতৃত্ব সম্পর্কিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, স্ট্যালিনের জীবনের শেষ দিকে মার্ক্সবাদবিরোধী

ব্যক্তিপূজা তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবং বাড়তে বাড়তে তা পার্টিজীবনকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছিল। এর ফলে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে, তাও একইভাবে সত্য। এইসব প্রশ্নে ক্রুশ্চেভ এবং সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য নেই; কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও না বলে আমরা পারি না যে, এই ব্যক্তিপূজার মূল কারণ কি, কোথায় তার মূল নিহিত, এর মারাত্মক প্রভাব বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের কত গভীরে প্রবেশ করেছে — এগুলি খুঁজে বের করার কোন আন্তরিক চেষ্টা কোন মহল থেকেই এখন পর্যন্ত করা হয়নি। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত তিন ধরনের ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি, যার কোনটিই আমাদের বিবেচনায় ঠিক নয়। এবার সেগুলিকে বিচার করে দেখা যাক। কিসের থেকে এই ব্যক্তিপূজার উদ্ভব সে সম্পর্কে কিছু কমরেড মনে করেন, এই ব্যক্তিপূজার উদ্ভব ও বিকাশের জন্য স্ট্যালিনের চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলিই (নেগেটিভ কোয়ালিটিজ অব স্ট্যালিন) সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ ধরনের ব্যাখ্যা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক; কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ হল ইতিহাসে ব্যক্তির যে ভূমিকা তার ওপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়া এবং একথা ধরে নেওয়া যে, মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রের দোষ-গুণ সংগ্রামের বাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে না, এ সবই বস্তুসীমার, অর্থাৎ পরিবেশ, স্থান-কাল-পাত্রের (মেটিরিয়াল কন্ডিশন) ঊর্ধ্বে। তাছাড়া, সমস্ত মানুষই দোষেগুণে মানুষ, ত্রুটি কারো কম, কারো বেশি। আবার একজনের মধ্যে কিছু নেতিবাচক দিক আছে বলেই সেটা সর্বক্ষেত্রেই মারাত্মক ত্রুটিরূপেই দেখা দেবে, ব্যাপারটা এমন নয়। নেতিবাচক দিকগুলি বাড়াবার মতো অনুকূল পরিবেশ পেলে একমাত্র তখনই কারো ত্রুটির দিকগুলি তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্যক্তিপূজা মাথা চাড়া দেওয়ার ও ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ দলের মধ্যে যদি না থাকত, তবে সোভিয়েট পার্টির মতো একটা কমিউনিস্ট পার্টিতে ব্যক্তিপূজার চর্চা এবং অন্যদের সেই চর্চায় সামিল করাতে বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, স্ট্যালিনকেও ব্যর্থ হতে হতো। ঠিক কি ধরনের পরিবেশে স্ট্যালিনের 'নেতিবাচক দিকগুলি' (নেগেটিভ কোয়ালিটিজ অব স্ট্যালিন) তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াতে পারল তা খুঁজে বের করতে হলে, দেখতে হবে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকারী পার্টি বাডিতে তাঁর সহযোদ্ধা কমরেডদের ভুমিকা কি ছিল। দেখতে হবে, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ও ব্যক্তিগতভাবে স্ট্যালিনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদেরই বা ভূমিকা কি ছিল। পাশাপাশি দেখতে হবে ব্যক্তি-স্ট্যালিনের ভূমিকা কি ছিল। তাছাড়াও, স্ট্যালিনের চরিত্রের যে দিকগুলিকে বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্ব তাঁর ত্রুটির দিক বলে চিহ্নিত করছেন, তা ত্রুটি বলে মেনে নেওয়ার আগে, সেগুলি যথার্থই ত্রুটি কিনা তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং কমিউনিস্ট নৈতিক মূল্যবোধের সঠিক উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে বিচার করতে হবে, দেখাতে হবে যে, কমিউনিস্ট মূল্যবোধের ধারণা বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু দুঃখের কথা, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের কেউই এই দিকটার উপর কোনরকম আলোকপাত করেন নি। আবার এমন কিছু কমরেড আছেন, যাঁরা স্ট্যালিনকে বা যা কিছু স্ট্যালিন করেছেন তাকে সমর্থন করবার অত্যুৎসাহ থেকে বলেছেন যে, আভ্যন্তরীণ বিপদ ও বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বাঁচাতে যে বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে স্ট্যালিনকে কাজ করতে হয়েছিল তা, এমনই যে, তেমন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিপূজা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষতিকর দিকগুলি এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এমন যুক্তি কোন সচেতন মার্ক্সবাদীই মেনে নিতে পারেন না। এটা কোন মার্ক্সবাদী ধারণাই নয়; এ হল অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের (ইকনমিক ডিটারমিনিজম্) ভ্রান্ত ধারণার গর্ভে উদ্ভূত এক ধরনের বিকৃত বস্তুবাদ (ভালগার মেটেরিয়ালিজম্) যাকে সমস্ত সময় মার্ক্সবাদের শত্রুরা মার্ক্সবাদের নামে চালাতে চেয়েছে। একইরকম পরিস্থিতিতে একটা পার্টি ঠিক পথে চলতে পারে আবার ভুলও করতে পারে। পার্টির এ ধরনের ভুলভ্রান্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি বলা হয় যে, এসব কিছুই একটি বিশেষ সময়ের বাস্তব পরিস্থিতির ফলশ্রুতিমাত্র, তাহলে তার দ্বারা দলের নিজস্ব ভূমিকাকেই (সাবজেকটিভ রোল) অস্বীকার করা হবে; এর মানে দাঁড়াবে বাস্তব পরিস্থিতির পেছনে পেছনে চলা, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ এবং সবকিছুই নিয়তির মতো অনিবার্য — এমন ভ্রান্ত ধারণার পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া। আবার এমন কিছু কমরেডও রয়েছেন যাঁরা দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেই ব্যক্তিপূজাবাদ গড়ে ওঠার কারণ বলে মনে করেন। এঁদের আবার দু ভাগে ভাগ করা যায়। এঁদের মধ্যে একদল আছেন, তাঁরা কমিউনিস্ট এটা ঠিক, কিন্তু চেতনার নিম্নমানের জন্য তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতির ওপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দিচ্ছেন, যার ফলে চিন্তা ও আদর্শের ভূমিকাকে খাটো করে দেখছেন; অর্থাৎ না জেনে হলেও তাঁরা সেই অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদেরই (ইকনমিক ডিটারমিনিজম)

জাবর কাটছেন যা সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষতিই করছে। অপরদিকে রয়েছেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা, যাঁরা সমাজতন্ত্রকে হেয় করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য থেকে এহেন ঘটনাকে হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগিয়ে বিশেষভাবে সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছেন। তাই কমরেড, এই যে তিন ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ, এর কোনটিই ব্যক্তিপূজা মাথাচাড়া দেওয়া ও তা বাড়তে থাকার মূল কারণটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে নি। অথচ যদি মূল কারণটিকে সঠিকভাবে খুঁজে বার করা না যায়, যদি দৃঢ় ও অবিচল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা দূর করা না যায়, তবে ব্যক্তিপূজা নির্মূল করাও সম্ভব নয়। তাহলে প্রশ্ন হল এই যে, ব্যক্তিপূজা মাথাচাড়া দেওয়ার মূল কারণটি কি?

ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার মূল কারণ

আমরা দেখেছি, স্ট্যালিনের সময়ে বিরাট অগ্রগতি এবং সাফল্য সত্ত্বেও কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি, কতকগুলি সীমাবদ্ধতা বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে দূষিত করেছে, যার ফলে ক্ষতিও হয়েছে যথেষ্ট। আমরা মনে করি, আদর্শগত ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির দিকগুলির মধ্যেই ব্যক্তিপূজা মাথাচাড়া দেওয়ার ও তা বেড়ে ওঠার মূল কারণটি নিহিত। এই ত্রুটির দিকগুলি কি? আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল, স্ট্যালিনের নেতৃত্বের সময়ে অথরিটি সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত ধারণার সঙ্গে গুরুবাদকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। এই বিভ্রান্তিই আদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিপূজার বীজ বপন করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অথরিটির ধারণা কাজ করে — এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত এই অথরিটির ধারণার সঙ্গে গুরুবাদের বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নেই; গুরুবাদের ভিত্তি হল নেতৃত্বের সাথে সংগ্রামবিবর্জিত, অন্ধ আনুগত্য; গুরুবাদ মনে করে, অথরিটির কখনো ভুল হতে পারে না, অথরিটি সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ অথরিটিকে শেষপর্যন্ত একেবারে দেবতা বানিয়ে ফেলে। অথরিটি সম্পর্কে এই যে যুক্তিহীন অন্ধ ধারণা, এর সঙ্গে অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণাকে কোনমতেই এক করে দেখা চলে না। অথরিটি সম্পর্কে দ্বন্দ্বিক ধারণা নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াকে বাদ তো দেয়ই না, বরং এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়াকে আবশ্যিক পূর্বশর্ত বলে মনে করে; এই দ্বন্দ্ব বিরোধাত্মক চরিত্রের দ্বন্দ্ব নয়, অথরিটির সঙ্গে এই দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য হল, অথিরিটির সঙ্গে ঐক্যকে সুদৃঢ় করা এবং অথরিটিকেই আরও শক্তিশালী করা। আদর্শগত ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তির জন্যই বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বদলে যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর ফলে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বকারী সংগঠনের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বনিয়াদটি নষ্ট হয়ে গিয়ে তা যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে গঠিত একটি কেন্দ্রীভূত বডিতে পরিণত হয়েছে। আবার প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ পার্টি জীবনে এর প্রভাব পড়ছে। দলের যৌথ নেতৃত্ব যে নেতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে দলের অন্য সকলের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি লোপ পাচ্ছে। এককথায় পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে আদর্শগত সংগ্রামের প্রক্রিয়াটি কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পার্টি বডিগুলিতে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পদ্ধতিতে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর (ডিসকাসান ইন ডায়লগ) প্রক্রিয়াটি যদি না থাকে, তবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পচন ধরতে বাধ্য, তখন বাস্তবে তা নিয়মতান্ত্রিক (ফর্মাল) গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রিকতা হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে তা নীচের তলায় ব্যাপক পার্টিকর্মীদের থেকে নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব গড়ে তোলে; চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার বদলে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে; দলের নেতাদের সঙ্গে কর্মীদের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন নেতারা 'প্রাইম মুভারে'র ভূমিকা পালন করেন; তাঁরা হুকুমনামা জারি করেন, আর কর্মীরা সেই হুকুমনামা অন্ধের মতো যান্ত্রিকভাবে পালন করতে থাকেন। এমন অবস্থায় পার্টিবডিতে নেতৃত্বের সঙ্গে কর্মীদের যে আলাপ-আলোচনা হয়, তা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় আলাপ-আলোচনা করার জন্য (ডিসকাসান ইন ডায়লগ) করা হয় না; তা করা হয় শুধুমাত্র নেতাদের বক্তব্য কর্মীদের জানানোর বা বোঝাবার জন্য। এমন অবস্থায়, দলে যদি একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা থাকেন, তবে তাঁকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার ও তা বাড়তে থাকার পথ প্রশস্ত হয়, আর যদি তেমন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা না থাকেন, তবে এমন অবস্থায় দলের ভেতর গ্রুপ তৈরি হতে থাকে। যাই হোক, দু ক্ষেত্রেই উপর থেকে স্তরে স্তরে আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে ও তা কাজ করে। যেখানে গ্রুপ থাকে, সেখানে গ্রুপগুলির মধ্যে বোঝাপড়া ও আপোসের মধ্য দিয়েই নেতৃত্বের কাজ চলতে

থাকে। আর দলের ঐক্য রক্ষা করার জন্য, সাধারণ কর্মীদের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মানবিক আবেদনের ভিত্তিতে একটা ঐক্য বজায় রাখা হয়, যা আসলে নিয়মতান্ত্রিক (ফর্মাল) ঐক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, এইভাবে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং কাজ করে, তা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী যৌথ নেতৃত্বের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মনে করি, দলের অথরিটি সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে স্ট্যালিনের মতো প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার উপস্থিতি যুক্ত হওয়াই সাধারণভাবে ব্যক্তিপূজা এবং বিশেষভাবে স্ট্যালিনপূজা গড়ে ওঠা এবং তা বাড়তে থাকার জন মূলত দায়ী।

যৌথ নেতৃত্ব মানে নিছক কমিটির সিদ্ধান্ত নয়

ব্যক্তিপূজা প্রসঙ্গে বেশ কিছু দায়িত্বশীল কমরেডদের আলোচনায় "দলের আভ্যন্তরীণ জীবনের গণতন্ত্র" এবং "যৌথ নেতৃত্ব" প্রভৃতি শব্দগুলি এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায়, এগুলি সম্পর্কে উপলব্ধির ক্ষেত্রেই তাঁদের কিছু ঘাটতি আছে। দলের আভ্যন্তরীণ জীবনের গণতন্ত্র এবং যৌথ নেতৃত্বের ধারণা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার, পার্টি সংগঠন সম্পর্কে লেনিনীয় নীতির উপলব্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হল, কেন্দ্রিকতা এবং সর্বহারা গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ। আবার এ কথাও সবসময় মনে রাখতে হবে যে, সর্বহারা গণতন্ত্র কখনোই আনুষ্ঠানিক নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র নয় ; নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র হল বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থারই একটা প্রতিফলন মাত্র। আর সর্বহারা গণতন্ত্র গড়ে ওঠে সর্বহারা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রচিত একটা সংবিধান যত ভালোই হোক, যত উদার ব্যবস্থাই তাতে থাক না কেন, তার ভিত্তিতে দলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আদর্শগত যে মান অর্জন করতে পারলে পার্টিবডিগুলিতে 'তর্ক-বিতর্কে'র মধ্য দিয়ে আলোচনার (ডিসকাসান ইন ডায়লগ) প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করা যায়, দলের সভ্যরা প্রয়োজনীয় সেই মান অর্জন করতে পেরেছেন কিনা এবং সর্বহারা বিপ্লবের কর্মী হিসাবে দলের সভ্যরা সচেতনভাবে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছেন কিনা — প্রধানত এরই উপর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাফল্য নির্ভর করে। "গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে পার্টি বডিতে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা', যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য এই প্রক্রিয়া যতই আবশ্যিক হোক না কেন, দলের মধ্যে যদি গুরুবাদের প্রবল হাওয়া বইতে থাকে এবং দলের অভ্যন্তরে মতামতের যথার্থ সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি যদি না থাকে তবে "পার্টিবডিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত" হয়েছে বলেই বলে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে — ব্যাপারটা এমন নয়। বুর্জোয়া দলগুলিতেও তো "গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে পার্টিবড়িতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা" হয়। এই কারণেই বুর্জোয়া পার্টিতেও যৌথ নেতৃত্ব কাজ করে, একথা সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কোন মানুষই বলতে পারেন না। একটি শ্রমিকশ্রেণীর দলের অভ্যন্তরে যথার্থ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রক্রিয়াটি নষ্ট হয়ে গিয়ে তা যখন নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পর্যবসিত হয়, তখন তার অবস্থাও বুর্জোয়া পার্টিগুলি থেকে ভিন্নতর কিছু হয় না। এহেন পরিস্থিতিতে যদি "গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা" হয়ও তবে তা বড়জোর কমিটি সিদ্ধান্ত হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়, যৌথ নেতৃত্ব মানে নিছক কমিটি সিদ্ধান্ত নয়। দলের সমস্ত সভ্যের সামাজিক সচেতনতা যখন যৌথ জ্ঞানের রূপ গ্রহণ করে — তখনই সৃষ্টি হয় যৌথ নেতৃত্ব।

উগ্র-গণতন্ত্রের ধারণা কাজ করছে

বেশ কিছু দায়িত্বশীল কমরেডদের আলোচনায়, যার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রায়শই একটা ভ্রান্ত ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অতীতের অথরিটির প্রতি যে অন্ধ আনুগত্য, তার জায়গায় এখন ঠিক উল্টোটা কাজ করছে — সেটা হচ্ছে অথরিটির ধারণাকে একেবারে অস্বীকার করার ঝোঁক। অর্থাৎ, একটা ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঠিক তার উল্টোটা করা — এ একটা নিছক বুর্জোয়া রীতি। এই যে ঝোঁক, যদি এই মুহূর্তেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একে প্রতিহত করা না যায়, তাহলে, এর ফলে যে সমস্ত কমিউনিস্টদের চেতনার মান নিম্নস্তরের, তাদের মধ্যে উগ্র গণতন্ত্রের নৈরাজ্যবাদী ধারণা জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় থেকে যাবে। এই উগ্র গণতন্ত্রের নৈরাজ্যবাদী ধারণা মৌলিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী, শুধু তাই নয়;এ জিনিস, সূক্ষ্মভাবে, মুখে অথরিটিবিরোধী বুলি আওড়াতে আওড়াতে, তারই আড়ালে দলের অভ্যন্তরে একেবারে চূড়ান্ত নিকৃষ্ট

ধরনের অথরিটি তথা ব্যক্তি-একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেবে। দলের নেতৃত্ব মানেই তা বাস্তব ও বিশেষ নেতৃত্ব। নেতৃত্বের এই বাস্তব এবং মূর্ত রূপটিকে অস্বীকার করে যারা সাধারণভাবে যৌথনেতৃত্বের কথা বলে, আসলে তারা দলকে বিশৃঙ্খল পাঁচমিশেলী জনতার ভীড়ে পরিণত করতে চায়। যৌথ নেতৃত্ব সর্বদাই নেতৃত্বের মূর্ত রূপের প্রকাশকেই বোঝায়।

নেতার নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে অস্বীকারের ঝোঁক

অথরিটিকেই অস্বীকার করার প্রবল ঝোঁকে কমিউনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি নেতার নেতৃত্বকারী ভূমিকাটিকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসছেন। সি পি এস ইউ-এর দ্বাবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টে ক্রুশ্চেভ বলেছেন, "সোভিয়েট জনগণ দলের নেতৃত্বে তাঁদের শ্রম এবং বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পিতৃভূমিকে রক্ষা করার মহান সংগ্রামে (গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার) তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, ব্যক্তিপূজা চর্চার সেই দিনগুলিতে, দল এবং জনগণের সকল বিজয়, সকল সাফল্য, একটি মানুষের কৃতিত্ব হিসাবে দেখানো হয়েছিল।" বলা বাহুল্য, একটি মানুষ বলতে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনকেই বুঝিয়েছেন। এ কথা ঠিক যে, নেতাকে অযথা বড় করে দেখানোটা অবশ্যই বন্ধ করা দরকার। নেতাকে দেবতা বানিয়ে ফেলাটা সমস্ত কমিউনিস্টদের অভ্যাসের মধ্য থেকে দূর করা দরকার। কিন্তু একদিকে দলের নেতা, অন্যদিকে দল ও জনগণ উভয়কে তুলমূল্য করে দেখানোর ওপর যেভাবে অতিরিক্ত জোর দেওয়া হচ্ছে, আমাদের মনে হয় তার মধ্যে একটা বিপদের দিক লুকিয়ে আছে। সেটা হল, দলের সভ্যদের মধ্যে যাদের চেতনার মান নিম্নস্তরের, তাদের মানসিকতায় নেতার নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে খাটো করে দেখার প্রবণতা। অপ্রয়োজনে স্ট্যালিন প্রশস্তির এতদিনকার পুরানো বদ অভ্যাস, যা তাঁকে দেবতা বানাবারই নামান্তর, এর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আজ যেন কমিউনিস্টদের পুরোপুরি উল্টো দিকে ঠেলে না দেয়। স্ট্যালিন-পূজার দিনগুলিতে অযথা জয়ধ্বনি করার ঝোঁকের বদলে আজ যেন অথরিটির ধারণাকেই অস্বীকার করা, নেতার নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে স্বীকার না করার ভ্রান্ত ঝোঁককে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা আজও নিঃশেষিত হয় নি। সমাজ অভ্যন্তরে এবং দলের মধ্যেও ব্যক্তি আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা কমিউনিস্ট পার্টিতে সকল সভ্যের মান (স্ট্যাণ্ডার্ড) ও ক্ষমতা সমান — এমনটা ধরে নেওয়া সম্পূর্ণ ভুল। যতদিন দলের সভ্যদের মধ্যে মানের দিক থেকে এই স্তরভেদ থাকবে, ততদিন নেতাদের সঙ্গে গোটা দলের বাকি অংশের মানের একটা পার্থক্য থাকতে বাধ্য। নেতা ও কর্মীদের এই পার্থক্যের মধ্যেই নেতার নেতৃত্বকারী ভূমিকার প্রশ্নটিও নিহিত। দলের অন্য সকল সভ্যের সঙ্গে নেতার এই যে বিশেষ পার্থক্য, একে ভুলে যাওয়া আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। এর মানে হল, নেতৃত্বের যে উচ্চ মান, সাধারণ কর্মীদের সেই স্তরে উন্নীত করার যে বিরাট ও সুকঠিন দায়িত্ব, সেই দায়িত্বকেই চোখ বুজে অস্বীকার করা। এর মানে হল, নৈরাজ্যবাদী উগ্র গণতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করা, দলের নেতা হিসাবে নিজের জায়গাটা আঁকড়ে থাকার একটা সূক্ষ্ম-কৌশল মাত্র। তাছাড়া পার্টি মানে নিছক একদল সভ্যের সমাবেশ নয়, পার্টি বলতে পার্টি সংগঠনগুলির যোগফল বোঝায় না। পার্টি হল এই সমস্ত সংগঠনগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের বিশেষ প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা একীভূত, অখণ্ড একটি নেতৃত্বকারী সংগঠন। একটা মানবদেহের মূল স্নায়ুকেন্দ্র (সেন্টার অফ নার্ভস) তথা মস্তিষ্কের ভূমিকা যেমন, দলের মধ্যে নেতার স্থান এবং ভূমিকাও ঠিক তেমনই। তাই নেতার নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে অস্বীকার করা মানে হল, জীবদেহের বাকি অংশের সঙ্গে মূল স্নায়ুকেন্দ্রের তথা মস্তিষ্কের ভূমিকাকে এক করে ফেলা। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমনকি সর্বনিম্ন যে পার্টি ইউনিট, অর্থাৎ তিনজন সভ্যকে নিয়ে যে সেল, সেখানেও সকল সভ্যের স্তরটা একরকম হয় না। একটা সেলে তিনজন সভ্য আছে বলে তার দ্বারাই সেটা একটা পার্টি বডি হয়ে যায় না। সেলের তিনজন সভ্যের মধ্যে যখন একজন নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং অন্য দুজন তার নেতৃত্বে কাজ করে, একমাত্র তখনই সেই সেল একটা পার্টি বডিতে পরিণত হয়েছে একথা বলা যায়। সেলের সভ্যদের যে সামাজিক চেতনা তা একটা যৌথজ্ঞানের রূপে সেলের যিনি নেতা তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। নেতৃত্বের এই যে মূর্ত রূপ, এ না হলে কোন বডিই যথার্থ পার্টি বড়িতে পরিণত হতে পারে না। পার্টি সংগঠনের এই নীতি, দলের সর্বনিম্ন ইউনিট 'সেল' থেকে সর্বোচ্চ পার্টিবডি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র কাজ করে।

নেতার নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে অস্বীকার করা এবং অথরিটির ধারণা, যা গুরুবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেই অথরিটির ধারণাকেই পরিহার করার চেষ্টার অর্থ হল, সাংগঠনিক দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির স্তরে নামিয়ে আনা, যে পার্টি সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী লড়াই পরিচালনা করতে এবং ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সংগ্রামী জনতাকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম।

গুণাবলীকে স্বীকৃতি দেওয়ার পদ্ধতি

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও পরিষ্কার করে বলা দরকার। পার্টি এবং জনগণের সাফল্য ও বিজয়ের কৃতিত্ব স্ট্যালিনের, একথার মানে কি রুশ কমিউনিস্ট পার্টি, লালফৌজ ও জনগণের ভূমিকাকে অস্বীকার করা? বা দল ও জনগণের কৃতিত্বকে স্ট্যালিন আত্মসাৎ করতে চেয়েছেন বলে ক্রুশ্চেভের উদ্ধৃতিতে যে কটাক্ষ করা হয়েছে — তা বোঝায়? কোন কমিউনিস্ট কখনোই বিষয়টিকে এভাবে দেখতে পারেন না, কারণ তাঁরা জানেন, দল, শ্রেণী, এবং জনগণের বাস্তব সংগ্রামের সঙ্গেই নেতার নেতৃত্বকারী ভূমিকার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই উভয়ের ভূমিকাকে সমতুল্য করে দেখানোটা ঠিক নয়। দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন লেনিন — এ কথা যখন বলা হয়, যা সি পি এস ইউ-এর বর্তমান নেতারাও বলছেন, তার মানে কি এই যে, লেনিন একাই সে কাজটা করেছেন? দল এবং জনগণের এই সাফল্য এবং বিজয়ের কৃতিত্ব লেনিনের — একথার মানে কি বলশেভিক পার্টির মহান ভূমিকাকে অস্বীকার করা? এর মানে কি, লেনিনের দিক থেকে পার্টি এবং জনগণের কৃতিত্বকে আত্মসাৎ করা? একজন কমিউনিস্ট কখনোই এরকম মনে করতে পারেন না। এভাবে বলার প্রকৃত অর্থ, বলশেভিক পার্টির নেতা হিসাবে, অক্টোবর বিপ্লবের রূপকার হিসাবে লেনিনের নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া। একজন নেতৃস্থানীয় কমরেডের গুণাবলীকে যথাযোগ্য মূল্য দেওয়ার এটাই সঠিক পদ্ধতি। এ না হলে একজন কমিউনিস্ট কখনোই তাঁর নিজের আদর্শগত মানকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে না; মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বও দিতে পারেনা। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পথে যে বিরাট অগ্রগতি, পিতৃভূমিকে রক্ষ করার মহান সংগ্রামে সি পি এস ইউ, লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণের যে সাফল্য এবং বিজয়, তার কৃতিত্ব স্ট্যালিনের — এই অভিব্যক্তিকে এই আলোকেই বুঝতে হবে।

ব্যক্তিপূজা নির্মূল করার যথার্থ পথ

সুতরাং নেতাকে প্রশংসা করা বা নেতাকে যত বেশী প্রশংসা করা হচ্ছে তার মধ্যে ব্যক্তিপূজার বিপদ নিহিত নয়। অথরিটির ধারণাও ব্যক্তিপূজা মাথাচাড়া দেওয়ার কারণ নয়। বাস্তবে অথরিটির প্রতি অন্ধ আনুগত্য, অর্থাৎ গুরুবাদ, দলের সর্বোচ্চ নেতার (লীডার অব দ্য কালেকটিভ হোল) সঙ্গে সামগ্রিকভাবে দলের বাকি অংশের (রেস্ট অব দ্য কালেকটিভ হোল), স্তরে স্তরে নেতৃত্বের সঙ্গে দলের কর্মীদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অনুপস্থিতি এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নষ্ট হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রিকতার চর্চা — এইসব জিনিসগুলিই ব্যক্তিপূজা মাথাচাড়া দেওয়ার ও তা বাড়তে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। যদি অথরিটি সম্পর্কে অন্ধ ধারণা থাকে, যদি পার্টিবডিগুলির বাকি সভ্যদের সঙ্গে নেতৃত্বের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক না থাকে, যদি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রিকতার চর্চা চলতে থাকে, যদি ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ দলের অভ্যন্তরে থেকেই যায়, তাহলে যতই 'গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে পার্টিবডিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ' করা হোক না কেন ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার এই অনুকূল পরিবেশ থাকছে বলেই ব্যক্তিপূজাও জঘন্যরূপে টিকে থাকবে। ঠিক আগের মতোই তা থাকবে কিনা সেটা স্বতন্ত্র, কিন্তু কোন না কোন রূপে তা থেকেই যাবেই। একথাও বুঝতে হবে যে, ব্যক্তিপূজার সমস্যা নিছক কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটা সমস্যা নয়। গুরুবাদ (অথরিটেরিয়ানিজম) গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ যদি থাকে তবে একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, এমনকি কমিটিকে কেন্দ্র করেও আরও অনেক সূক্ষ্মরূপে ব্যক্তিপূজার চর্চা চলতে পারে। সুতরাং, যদি ব্যক্তিপূজাকে নির্মূল করতে হয় এবং এর বিষময় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হয়, তাহলে তার একমাত্র পথ হল, অথরিটি সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণাকে চিরতরে দূর করা এবং তার পরিবর্তে অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি গড়ে তোলা। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে যে কেন্দ্রিকতা তার চর্চা পরিত্যাগ করে যথার্থই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা,

এবং এজন্য কমরেডদের আদর্শগত চেতনার মানকে এমন স্তরে উন্নীত করা যাতে "তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে আলোচনা" (ডিসকাশন ইন ডায়লগ) করতে তারা সক্ষম হয়। দুঃখের বিষয়, যে পরিবেশ ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার ও তা বাড়তে দেবার অনুকূলে কাজ করেছে সেই পরিবেশটি দূর করার বদলে ক্রুশ্চেভ নিজে এবং সি পি এস ইউ-এর অন্যান্য নেতারা ব্যক্তি-স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। একজন জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যাতে তিনি নতুন করে আরও জটিলতা সৃষ্টি করতে না পারেন সেজন্য ব্যক্তি হিসাবে তার বিরুদ্ধে লড়তে হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তো সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না, কেননা, ব্যক্তিপূজাবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত মানুষটির বহুপূর্বেই মৃত্যু ঘটেছে। শুধু সেটা রয়ে গিয়েছে, তা হচ্ছে, ব্যক্তিপূজার চর্চা এবং তা গড়ে ওঠবার অনুকূল পরিবেশ। স্ট্যালিন একজন মহান বিপ্লবী। পার্টি এবং প্রশাসন থেকে লালফিতের ফাঁস ও আমলাতন্ত্র দূর করার জন্য তাঁর উদাত্ত আহ্বান, দলের প্রতি এবং স্ট্যালিনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে দক্ষ অন্তঃসারশূন্য চাটুকারদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ, নিষ্কর্মা বাচনবাগীশদের পার্টি থেকে দূর করার ক্ষেত্রে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা, এ সবই সি পি এস ইউ-এর সপ্তদশ কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টে রয়েছে, যা আজও আমাদের কানে বাজছে। অথচ এতবড় একজন পরীক্ষিত মহান বিপ্লবীর কি করুণ পরিণতি যে, তাঁর মতো বড় বিপ্লবীও মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। ঘটনার গতি কোন্ দিকে যাবে, শেষপর্যন্ত পরিণতি কি হবে, তা যে কেবলমাত্র সততা এবং নিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে সংগ্রামের কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে তার ওপর — মার্কসবাদের এই শিক্ষা কতখানি অভ্রান্ত স্ট্যালিনের জীবন তা আমাদের আর আর একবার দেখিয়ে দিল। সততা, আন্তরিকতা যতই থাক না কেন, পদ্ধতি যদি ভুল হয় তাহলে তা আমাদের ব্যর্থতায় নিমজ্জিত করবেই। স্ট্যালিনের জীবন আবার আমাদের কাছে এই সত্যই তুলে ধরল যে, নেতার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দ্বারা, নেতাকে অন্ধ সমর্থনের দ্বারা আমরা নিজেদের অধঃপতনকেই ডেকে আনি, শুধু তাই নয়, যে নেতাকে একদিন দেবতা করে তুলেছিলাম তাঁকেও নীচে টেনে নামাই।

নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে ভুল ধারণা

অথরিটির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ধারণা এমনকি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনেরও মারাত্মক ক্ষতি করেছে। স্ট্যালিনের সময়ে নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপের প্রশ্নে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন পরিচালনার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াই পুরোপুরি অবহেলিত হয়েছিল। স্ট্যালিন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিতে যে স্থান অধিকার করেছিলেন, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কটাও সেই ধাঁচাতেই গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক ধারণার পরিবর্তে যান্ত্রিক ও অন্ধ ধারণা সেখানেও কাজ করেছে। ফলে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'প্রাইম মুভারে'র অনুরূপ যান্ত্রিক ধারণা কাজ করছিল। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এমন যে, সমস্ত প্রশ্নেই সিদ্ধান্ত নেবে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি, আর বাকি সব দলগুলির কাজ হল ঐ সিদ্ধান্তটাকেই অন্ধভাবে সমর্থন করে যাওয়া। নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে এরূপ ধারণার কোন স্থান মার্কসবাদ-লেনিনবাদে নেই। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বকারী একটি পার্টি থাকবে — এই ধারণার মানে এ নয় যে, প্রতিটি প্রশ্নে সবসময়েই সেই পার্টির নেতৃত্বটাই চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। এর দ্বারা নেতৃত্বকারী পার্টির প্রতি অন্ধ আনুগত্য বা নেতৃত্বকারী পার্টি যা সিদ্ধান্ত করবে তাকেই অন্ধভাবে মেনে চলতে হবে, এটা বোঝায় না। বিপরীতপক্ষে এই দুইয়ের মধ্যেকার যে সংগ্রাম — সেই দ্বন্দ্বের চরিত্র বিরোধাত্মক হতে পারে না। নেতৃত্বকারী পার্টির সাথে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যেটা যৌথনেতৃত্ব গড়ে তোলার অত্যাবশ্যক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকেই সুনিশ্চিত করে। এমনকি একথাও বুঝতে হবে যে, কোন একটি বিশেষ প্রশ্নে, নেতৃত্বকারী পার্টির পরিবর্তে অন্য কোন পার্টি সঠিক লাইনটি তুলে ধরতে পারে। এরকম ঘটলে অন্য কোন পার্টির তুলে ধরা সঠিক লাইনটি যেহেতু ঐ বিশেষ প্রশ্নে যৌথ নেতৃত্বকেই প্রতিফলিত করছে, তাই সকলকেই তা গ্রহণ করতে হবে। আবার এই কারণেই অপর পার্টিটাই নেতৃত্বকারী পার্টি হয়ে যাবে, এবং যে পার্টিটা নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করে সেই নেতৃত্বকারী পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকাটাই আর থাকবে না — এমন কখনোই হতে পারে না। কারণ নেতৃত্বাকারী পার্টির এই নেতৃত্বকারী ভূমিকাটা আরও বহু কিছুর উপর নির্ভরশীল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের অমূল্য অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ একটি দল হিসাবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি এবং বহু সম্পদের অধিকারী সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পুরোধা হিসাবে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আগামী বহুদিন এই ভূমিকায় তাঁরা প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।[২] কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সর্বদা সকল প্রশ্নে একমাত্র সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তারাই লাইন ঠিক করে দেবে, আর অপর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাজ হবে অন্ধভাবে তা সমর্থন করে যাওয়া। অত্যন্ত বেদনার কথা, স্ট্যালিনের নেতৃত্বের দিনগুলিতে ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছিল অন্যান্য অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল অন্ধ অনুগামীতে পর্যবসিত হয়ে পড়েছিল। যৌথ নেতৃত্বের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতিকেই এ শুধু বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল তাই নয়, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যে কোন মতপার্থক্যকেই সোভিয়েটবিরোধীতা এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাকে অস্বীকার করা বলে চিহ্নিত করার একটা অস্বাস্থ্যকর ঝোঁকও গড়ে তুলেছিল। এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতিগুলি ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবোধের দ্বারা পরিচালিত যে কোন কমিউনিস্ট পার্টি অন্য আর একটি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন বিষয়ে ভিন্নমত হতেই পারে এবং সেই অর্থে এমনকি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও একমত নাও হতে পারে। আর তা যদি না হয়, তাহলেই তা সোভিয়েট-বিরোধিতা এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধিতা — একথা কোনভাবেই বলা যায় না। কিন্তু দুঃখের কথা, অতীতের এই ঝোঁকটা সাম্যবাদী দুনিয়ায় আজও রয়েছে, না হলে, দ্বাবিংশ কংগ্রেসে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিন সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপগুলি নিয়েছে, যা কোন বিশ্বকমিউনিস্ট ফোরামের গৃহীত সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নয়, সেগুলির সঙ্গে আলবেনিয়ান পার্টি অব লেবারের একমত হতে না পারাটাকে সোভিয়েট-বিরোধিতা, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা-বিরোধিতা বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হল কি করে? সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন বিষয়ে একমত হতে না পারা মানেই তা সোভিয়েট-বিরোধিতা, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার বিরোধিতা, — এভাবে শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, ঐক্য বলতে যাঁরা কেবল আনুষ্ঠানিক ঐক্যটুকুই বোঝেন, বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ঐক্য বজায় রাখার মধ্যে যে জটিল দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়া কাজ করে — এ সম্বন্ধে যাঁদের সঠিক কোন উপলব্ধি নেই। মতপার্থক্য মানেই যে, বিরোধিতা নয় — এটা বুঝতে তাঁরা ভুল করেন। তাঁরা ভুলে যান, মতামতের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যৌথনেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং কাজ করে; সংগ্রামকে অস্বীকার করে তা গড়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য যেমন পারস্পরিক যান্ত্রিক আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে না, তেমনি তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেওয়া মানেই তা বিরোধাত্মক নয় — এটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক, মানবজীবনের নূতন এক মূল্যবোধের উপর গড়ে ওঠা 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য' এই দ্বান্দ্বিক নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কটি পরিচালিত হয়; বিশ্বসর্বহারা বিপ্লব সফল করা এবং বিশ্বসাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও সংহত করে। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে সেদিন যত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই স্ট্যালিন পরিচালিত আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্ব সাধারণভাবে সঠিক প্রথপ্রদর্শন করতে সক্ষম হলেও, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, তা যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি থেকে মুক্ত ছিলনা। আমরা দেখছি, সেই একই নন-ডায়লেটিক্যাল্ যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি, সেই মেথডলজি (প্রক্রিয়া) আজও অনুসরণ করা হচ্ছে। সুতরাং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ থেকে মৌলিক বিচ্যুতি ঘটে যাওয়ার বিপদ আজও পুরোপুরি বর্তমান।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিদেশনীতি এবং বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের কর্মসূচী

রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে ঘোষিত সোভিয়েট রাশিয়ার বিদেশনীতির সঙ্গে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের কর্মসূচীর পারস্পরিক সম্পর্ক কি, এই প্রশ্নে প্রচলিত যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির জন্য তা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি রয়েছে। বেশিরভাগ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিই এ দুটিকে এক এবং অভিন্ন বলে মনে করে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সোভিয়েট রাশিয়ার বিদেশনীতি এবং বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের কর্মসূচী যে একে অপরের পরিপূরক,

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই যে উভয়েরই মূল লক্ষ্য — এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই; কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বও আছে। সোভিয়েট বিদেশনীতির লক্ষ্য হল, সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সংহত করা, পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বকে আরও ব্যাপক ও তীব্রতর করা, যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম বিপজ্জনক শক্তিগুলিকে অধিকতর বিপজ্জনক শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করা, বিশ্ব শান্তির পক্ষে দাঁড়ানো ও বিশ্ব শান্তি রক্ষা করা এবং এসব কিছুর মধ্যে মধ্য দিয়ে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতি, বিকাশ ও সাফল্যের বাস্তব জমি তৈরী করা। বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল, দেশে দেশে বিপ্লব সফল করার সাধারণ পথনির্দেশগুলি তুলে ধরা। ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাজ হল, নিজের নিজের দেশের মাটিতে এই সাধারণ পথনির্দেশকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করা। সোভিয়েট রাশিয়ার বিদেশনীতির বিভিন্ন পদক্ষেপগুলিকে অথবা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামের দেওয়া সাধারণ পথনির্দেশকে তোতাপাখির মতো আওড়ে যাওয়া তাদের কাজ নয়। সাধারণ (জেনারেল) সাথে বিশেষের (পার্টিকুলার) যে দ্বন্দ্ব থাকে তার ভিত্তিতেই দ্বন্দ্বকে বিচার করতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে। সকল দায়িত্বশীল কমিউনিস্টই একথা জানেন যে, বিশ্ব সাম্যবাদী ফোরাম সাধারণ নীতি, সাধারণ পথনির্দেশটি তুলে ধরে, যাকে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ও বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হয়। বিভিন্ন দেশের বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতির বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদের সাধারণ নীতিগুলির বিশেষীকৃত প্রয়োগ — এই হল মার্কসবাদের প্রাণসত্তা। তা নাহলে, মার্কসবাদ ডগমা (সূত্রবাদিতা) হয়ে দাঁড়ায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ভিন্ন বলেই, বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচীর সঙ্গে একটি বিশেষ বিপ্লবের কর্মসূচীর একটা দ্বন্দ্বও বর্তমান। সাধারণের (জেনারেল) সঙ্গে বিশেষের (পার্টিকুলার) এই যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, একে দেখতে না পাওয়ার অর্থ হল, যান্ত্রিকতার শিকার হওয়া। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামে গৃহীত বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচীর সঙ্গে একটা বিশেষ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবের কর্মসূচীর সম্পর্কটা যেহেতু দ্বান্দ্বিক, সেহেতু সোভিয়েট রাশিয়ার বিদেশনীতির সঙ্গে একটা বিশেষ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবের কর্মসূচীরও একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে, যার চরিত্র মিলনাত্মক — একমাত্র এই ধারণাটাই বিজ্ঞানসম্মত। সাধারণ সত্যের সঙ্গে বিশেষ সত্যের এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বিদেশনীতির সঙ্গে বিশেষ একটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবের কর্মসূচীর যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, তার যথার্থ উপলব্ধির অভাবই স্ট্যালিনের আমলে অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিকে রোবটে পর্যবসিত করেছিল। তারপর থেকে আজ অবধি — পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি ঘটে নি। একটা রোবটের শক্তি যতই থাক, বিশ্ব বিপ্লবের সাধারণ নীতিকে (পলিসি) দেশের মাটিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইতে জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিটির ইতিহাস হল এই রোবটের মতো কাজ করার ইতিহাস। এই পরিস্থিতির জন্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্ব তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। আমরা দেখেছি, সাম্যবাদী আন্দোলনের এই সব ত্রুটির দিকগুলি যখন আমরা বিশ্বের বিভিন্ন পার্টিগুলির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তখন আমাদের কথায় কর্ণপাত করা হয়নি একমাত্র এই কারণে যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আমরা সমালোচনা করেছি; যে পার্টিটির ইতিহাসই হল ধারাবাহিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে অন্তহীন মৌলিক বিচ্যুতির ইতিহাস; যার অতি সাম্প্রতিক নজির হল, চীন-ভারত সীমান্তবিরোধের প্রশ্নে উগ্রজাতীয়তাবাদী ভূমিকা নিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধান পণ্ডিত নেহরুর সমর্থনে পাশে দাঁড়ানো। এমনকি যদি একথা ধরেও নেওয়া হয় যে, আমরা কমিউনিস্ট নই (যদিও এটা একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, যা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ধারণা থেকে উদ্ভুত এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হীন বিদ্বেষমূলক প্রচার যে ভুলকে বাড়াতেই সাহায্য করেছে), তবুও আমাদের বক্তব্য বিবেচনা করে দেখতে ক্ষতি কি? একথা কি সত্য নয় যে, লেনিন এমনকি তাঁর শ্রেণীশত্রুদের বক্তব্যও গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, কোন বিষয় সম্পর্কে জানা ও শেখার ক্ষেত্রে লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আজ একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা আরও বলতে চাই, কোন কিছুকেই বিচার করার সময় তা সঠিক না বেঠিক, বা তা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তার নিরিখে বিচার না করে, সেই পার্টির পেছনে কতখানি সাংগঠনিক শক্তি মজুত আছে সেই নিরিখে বিচার করার নিতান্তই একটা বুর্জোয়া অভ্যাস আজ কমিউনিস্টরাও রপ্ত করে ফেলেছে, যা মার্কসবাদ-লেনিবাদের মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরনের বিচার পদ্ধতিকে যদি লেনিন অনুসরণ করতেন, তবে জার্মানীতে

শক্তিশালী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে স্পার্টাকাস গ্রুপ তাঁর দ্বিধাহীন সমর্থন পেতে পারত না। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে ব্যক্তিপূজা (কাল্ট অব দি ইণ্ডিভিজুয়াল) যদি দূর করতে হয়, তাহলে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকাটিকে এরকমভাবে বুঝলে চলবে না যে, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে প্রতিটি প্রশ্নেই নেতৃত্বটা অনিবার্যভাবে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির উপরই বর্তাবে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সর্ববিষয়ে একমত হয়ে না পারা মানেই হল সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাকে অস্বীকার করা — এ ধরনের যান্ত্রিক সিদ্ধান্ত পরিহার করে, তার পরিবর্তে 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যে'র দ্বান্দ্বিক নীতির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উপলব্ধি গড়ে তুলতে হবে, যে উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী ফোরামের যৌথ নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার গুরুত্ব। খোলাখুলি বলতে গেলে, এ ধরনের দ্বান্দ্বিক বিচার পদ্ধতির কোন লক্ষণ আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

একই ভ্রান্ত পদ্ধতি, একই রকম অন্ধতা আজও রয়েছে

অতীতে যেমন স্ট্যালিনকে অন্ধভাবে একেবারে 'প্রায় দেবতা'র স্তরে তুলে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক তেমন বর্তমানে অন্ধভাবেই তাঁকে একেবারে 'শয়তান' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে; বলা হচ্ছে তাঁর সময়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের যা কিছু ক্ষতি ঘটেছে, তার জন্য তিনিই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। অতীতে যেমন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি এবং স্ট্যালিন পরিচালিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সমস্ত ভুলের উর্ধ্বে, সমালোচনার উর্ধ্বে বলে মনে করা হত, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন বিষয়ে একমত হতে না পারাটাকেই কমিউনিজমের বিরোধিতা, সর্বহারা আর্ন্তজাতিকতাবাদের বিরোধিতা বলে নিন্দা করা হত; আজ আবার ঠিক তেমনি ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বকে সকল ভুলের ঊর্ধ্বে, সমালোচনার ঊর্ধ্বে বলে মনে করা হচ্ছে, ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে না পারাকেই সোভিয়েট বিরোধিতা, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধিতা বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাহলে, বিচার ও চিন্তাপদ্ধতির ক্ষেত্রে বা দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে পার্থক্য রইল কোথায়? অতীতের মতোই অথরিটি সম্পর্কে সেই অন্ধ ধারণা, সেই একই নন-ডায়লেকটিক্যাল চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি, বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির পার্টিগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই একই রকম যান্ত্রিক ধারণা, যা স্ট্যালিনের নেতৃত্বের সময়ে সাধারণভাবে ব্যক্তিপূজা এবং বিশেষভাবে স্ট্যালিনপূজা গড়ে ওঠা এবং বাড়তে থাকার জন্য দায়ী — তা সবই একইভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের কাছে আমাদের আবেদন, স্ট্যালিনের সময়ের এই সমস্ত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই হবে এবং এজন্য একটা সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই সঠিক পদ্ধতি যদি না থাকে, এবং ব্যক্তিপূজা গড়ে ওঠার মূল কারণটিকে যদি দূর করা না যায়, তাহলে যৌথনেতৃত্ব সম্পর্কিত লেনিনীয় নীতি ও কর্মপদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আশাটা বাতুলতামাত্র। অন্য সমস্ত পথই শেষপর্যন্ত স্ট্যালিন-পূজার বদলে একই রকমের অন্য কোন জঘণ্য পূজা চালু করবে — তা সে কেন্দ্রীয় কমিটির নামে হোক, নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির নামে হোক, এমনকি ক্রুশ্চেভের নামেই হোক। সম্ভাব্য এই বিপদ সম্পর্কে কোন দায়িত্বশীল কমিউনিস্টই উদাসীন থাকতে পারেন না।

আদর্শগত নিম্নমানই ভুলের জন্য দায়ী

কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্ত ভুল হল কেন? কি কারণে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অথরিটি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক ধারণার সঙ্গে গুরুবাদকে গোলমাল করে ফেলল? কেন তারা এটা ধরতেই পারল না যে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বদলে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কেন্দ্রিকতার চর্চা চলছে? কি করে তারা 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য'র দ্বান্দ্বিক নীতি পরিত্যাগ করে তার বদলে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ঐক্য সম্পর্কে একটা আনুষ্ঠানিক (ফর্মাল) ধারণাকে গ্রহণ করল? একটা নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি আছে মানেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নে সেই পার্টিই নেতৃত্ব দেবে, এর কোন নড়চড় হতে পারে না — এই ধারণাটা যে ভুল, এটা তারা ধরতে পারল না কেন? আমরা মনে করি, কমিউনিস্টদের ব্যাপক অংশের চেতনার নিম্নমানই এই সমস্ত ভুলের কারণ। একথা সত্য যে, লেনিন-পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক এবং পুঁজিবাদী

দেশগুলিতে সাংগঠনিক দিক থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনেবর বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু এই অগ্রগতিটা ঘটেছে বলেই প্রমাণ হয়ে যায় না যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদর্শগত চেতনার মানও তেমন উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পেরেছে। বাস্তবে তা যে উন্নীত হয় নি, আগে যেসব ত্রুটির কথা আমরা বলে এলাম সেগুলি নিশ্চিতভাবে তারই প্রমাণ। এই যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক অগ্রগতি ঘটে গেল অথচ তা সত্ত্বেও তার চেতনার মানটা পিছিয়ে পড়ল — এ আজ নতুন ঘটছে এমন নয়। লেনিন তাঁর জীবদ্দশায় নিজেই এই দিকটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে কমিউনিস্টদের চেতনার মান আজ যে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে, আমাদের মতে, প্রধানত, তার কারণ দুটো। প্রথমত, লেনিন-পরবর্তীকালে মানবজীবনে এবং শ্রেণীসংগ্রামের সামনে যে বহু নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনগত উপলব্ধির যে বিকাশ ঘটানো উচিত ছিল, লেনিনের পর তা আর করা হয়নি। এই না করাটার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু করা যে হয়নি এটা সত্য। একটা সাধারণ উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। একথা বোধহয় কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আদর্শগত দিক থেকে ব্যক্তিবাদ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা আজ অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের পথে একটা বাধা। এই পরিস্থিতিতে, মানবতাবাদী মূল্যবোধ এবং সর্বহারা মূল্যবোধের একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা জরুরী প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লেনিন পরবর্তীকালে এই সমস্যা নিয়ে সমস্ত দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এমন কোন প্রামাণ্য (অথরিটেটিভ) রচনা আমরা দেখিনি। যে হাজার হাজার তরুণ কমিউনিস্ট সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রবাহে নিজেদের যুক্ত করেছে, তাদের আদর্শগত চেতনার মান ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দলের অভ্যন্তরে নিরন্তর আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে, প্রায় সকল কমিউনিস্ট নেতাই গুরুতরভাবে অবহেলা করেছেন এবং গল্পের একচক্ষু হরিণের মতো কর্মীদের শুধুমাত্র সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করে রেখেছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতি দ্রুত এবং বিরাট সাংগঠনিক অগ্রগতিতে আত্মসন্তুষ্ট ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এমনকি তত্ত্বচর্চার প্রতি কর্মীদের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাবও সৃষ্টি করেছিলেন। দলের সাধারণ কর্মীদের কাছ থেকে তাঁরা যা চেয়েছেন তাহল, কর্মীরা দলের প্রতি অনুগত থাকবে এবং অন্ধভাবে কাজ করে যাবে। অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে যা আমরা দেখছি এবং আগে যেসব ত্রুটির কথা আমরা বলেছি তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয়েছে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক অগ্রগতির প্রতি এইরকমই একটা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব, তত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণ করার মানসিকতাকে অবজ্ঞা করা, কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের দিকটায় এবং দলের প্রতি আনুগত্যের দিকে একতরফা একটা জোর দেওয়া — এগুলি সব দেশেই লক্ষ্য করা যাবে। আদর্শগত সংগ্রামের গুরুত্বকে অবহেলা করার পরিণামে, আমাদের দেশে কমিউনিস্টদের চেতনার মান নামতে নামতে এতখানি নেমে গিয়েছে যে, আজকের দিনে মানবজীবন ও সমাজপরিবেশে যে বহু নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে তাকে মোকাবিলা করার জন্য আদর্শগত চেতনার যে মান অর্জন করা প্রয়োজন সেটা দূরে থাক, এমনকি লেনিনের সময়ও আদর্শগত চেতনার মানটা যে স্তরে ছিল, সেটুকুও আজ দেখা যাচ্ছে না। স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমানে যে অগ্রগতি ও বিকাশ ঘটেছে, তার কারণ কি? একথা মেনে নিতেই হবে যে, সাম্রাজ্যবাদ আজ যে অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে, ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মানবিক আবেদন যে সাড়া জাগাচ্ছে, অগ্রসর দেশগুলির জনগণের মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে যে বিক্ষোভ রয়েছে, তারই পাশাপাশি সমাজব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের যে ধারণা — কমিউনিস্ট আন্দোলনের আজকের অগ্রগতি বহুলাংশে এই কারণেই ঘটেছে। আজ দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন, আন্দোলনকে শক্তিশালী করছেন, তাঁরা সকলেই সচেতন সাম্যবাদী একটা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন — ব্যাপারটা এমন নয়। বরং এটাই সম্ভব যে, তাঁদের মধ্যে অতি অল্প মানুষই কমিউনিস্ট আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের সুদৃঢ় প্রত্যয়কে গড়ে তুলতে পেরেছেন। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তবে কমিউনিস্টদের সামগ্রিক চেতনার মানকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাই, এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হল, সাংগঠনিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে

যত প্রশ্ন, জীবনের যত সমস্যা, সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে নিরবচ্ছিন্ন এবং নিরলস আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা।

সংশোধনবাদী ঝোঁক

সংগঠনগত ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে এবং মানবজীবনের সামনে যেসব নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধিকে আজ অবশ্যই আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। আর সেটা করতে হবে লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলির সঠিক উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে এবং লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলির সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ও সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে অবদান স্ট্যালিন রেখে গেছেন তাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে। না হলে, সংশোধনবাদে নিমজ্জিত হওয়ার সমূহসম্ভাবনা থেকে যাবে। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমাদের বলতে হচ্ছে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দল হিসাবে এটা দেখানো আমাদের অবশ্যকর্তব্য যে, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব যেভাবে আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করছেন, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে যেসব কথা তাঁরা বলছেন, বিপ্লবের মূল নিয়মগুলি সম্বন্ধে তাঁদের যা উপলব্ধি, দুই বিশ্বব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের যা দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজতান্ত্রিক আলবেনিয়া রাষ্ট্র এবং আলবেনিয়ান পার্টি অব লেবারের বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ তাঁরা নিয়েছেন, আর সর্বশেষে স্ট্যালিন সম্পর্কে যেসব পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেছেন, যা স্ট্যালিনকে একেবারে মুছে ফেলারই নামান্তর — এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তার ভেতরই নিহিত আছে সংশোধনবাদে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা। কমরেডস্, একথা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনা আমাদের সামনে এনে দিয়েছে। বলতে গেলে, আমরা আজ সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছি। যে সুযোগ আমাদের সামনে আজ এসেছে তাকে গ্রহণ করা, সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগানো — বর্তমান মুহূর্তে এইটেই জরুরী প্রয়োজন। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, পরিস্থিতি যখন এত অনুকূল তখন আমরা, কমিউনিস্টরা নিজেদের চেতনাকে আরও উন্নত করার পরিবর্তে আদর্শগত বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় হাতড়ে বেড়াচ্ছি; আমাদের ঐক্যকে আরও সংহত করে যখন বিশ্বসাম্যবাদী সমাজপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার কথা, তখন সেই ঐক্যকেই আমরা দুর্বল করে ফেলছি; পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি রয়েছে, তাদের পার্লামেন্টারী মোহ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করার বদলে এমনভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছি যাতে পার্লামেন্টারী মোহ তাদের আরও বেশি করে গ্রাস করে; আমরা, কমিউনিস্টরা এমন আচরণ করছি যাতে পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ধীরে ধীরে নিছক পার্লামেন্টারী পার্টিতে পর্যবসিত হয়। যত দ্রুত এই পরিস্থিতিকে কাটিয়ে ওঠা যায় ততই ভাল। আসুন, এই মহান কর্তব্যপালনে সর্বতোভাবে আমরা নিজেদের নিয়োজিত করি।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ফোরামে
ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য পেশ করতে হবে

ব্যক্তিপূজার চর্চা এবং সেই পথেই দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র লঙঘন করার অভিযোগ ছাড়াও স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আর যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হল, ক্ষমতার অপব্যবহার — যার ফলে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। দ্বাবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টে ক্রুশ্চেভ এ ধরনের কিছু দুঃখজনক ঘটনা তুলে ধরেছেন এবং এই ঘটনাগুলিকে দেখিয়েই সমাপ্তি ভাষণে বলেছেন, "ব্যাক্তিপূজার এই হল পরিণাম"। আমাদের মতে, এ হল একটা অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা। কারণ, নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানির ঘটনা, তা যত বেদনাদায়কই হোক না কেন, এটার দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয় না যে, এসব ব্যক্তিপূজার ফল, কেননা নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি না ঘটিয়েও ব্যক্তিপূজার চর্চা পুরোদমেই চলতে পারে। ব্যক্তিপূজার চর্চার মূল কারণটি অনেক গভীরে নিহিত। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনায় দেখিয়েছি যে, স্ট্যালিনের সময়ে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত এই সন্দেহ থেকে বহু নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে — একথা অনস্বীকার্য। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসের রিপোর্টে স্ট্যালিন নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। অষ্টাদশ

কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টে স্ট্যালিন বলেছেন, "দল থেকে ব্যাপকহারে বহিষ্কারের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে যে মারাত্মক কিছু ভুল ঘটে গেছে — একথা অস্বীকার করা চলে না। অত্যন্ত দুঃখের কথা, যতটা ভুল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা গিয়েছিল, ভুল হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি। অবশ্য, ভবিষ্যতে এ ধরনের ব্যাপক বহিষ্কারের পথে আমাদের আর যেতে হবে না — এটা নিশ্চিত। যদিও ১৯৩৩-৩৬ সালে যে ব্যাপক বহিষ্কার করা হয়েছিল তা না করে কোন উপায় ছিল না। সামগ্রিকভাবে এর ফলও ভালই হয়েছিল।" সুতরাং এসব দুঃখজনক ঘটনা দলের কাছে গোপন করা হয়েছিল — এ কথা বলা চলে না; বরং এ ব্যাপারে স্ট্যালিন নিজে যে ভুল করেছিলেন তা সহ সমস্ত ঘটনাই তিনি কংগ্রেসে পেশ করেছিলেন, গৃহীত পদক্ষেপগুলির যৌক্তিকতা দলকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এইভাবে সবকিছু খোলাখুলি বলার দ্বারা সকলকে সংশয়মুক্ত করতে পেরেছিলেন। একথা ঠিক যে, বহুক্ষেত্রে এমন দারুণ অবিচার ঘটেছে — যেটা আশা করা যায়নি। কিন্তু এই বাড়াবাড়ির জন্য ব্যক্তিগতভাবে স্ট্যালিনের নিজের দায়িত্ব ছিল কতখানি, আর রাষ্ট্রক্ষমতার মধ্যে শিকড় গেড়ে বসা আমলাতন্ত্র কতখানি দায়ী, তা এখনো নির্ণয় করা হয়নি। অথচ তা না করেই ব্যক্তিগতভাবে স্ট্যালিনকেই দায়ী করা হচ্ছে। দলের নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে শাস্তিবিধানের চূড়ান্ত রায় দেবার ক্ষেত্রে যাতে কোন ভুল না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্ট্যালিনের অনেক বেশি যত্নশীল ও সজাগ হওয়া উচিত ছিল, সমস্ত ঘটনাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই করা দরকার ছিল — একথা ঠিক; বলা বাহুল্য, এ কাজে স্ট্যালিন ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেই অর্থে স্ট্যালিনের মতো মানুষেরও কর্তব্যচ্যুতি ঘটেছে এবং এতগুলি নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানির জন্য তিনি দায়ী — এভাবে বলা এককথা। কিন্তু এইসব ঘটনার জন্য স্ট্যালিনকে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার অভিযোগে অভিযুক্ত ও দায়ী করাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্ট্যালিন জেনেশুনে, উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন — তথ্যসাবুদ সহ এর কোন প্রমাণ যদি থাকে, তবে তথ্যগুলি ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্যই শুধু নয়, তথ্যগুলি থেকে সঠিক সত্যে পৌঁছানোর জন্য সেগুলি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামের কাছে পেশ করতে হবে। তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তথ্যকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছতে পারাটা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একই রকম তথ্য থেকে সাম্রাজবাদী-পুঁজিবাদীরা এবং কমিউনিস্টরা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, কারণ যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তাঁরা একই তথ্য বিচার করেন — সেই দৃষ্টিভঙ্গীই ভিন্ন। ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিভূরা ভারতবর্ষে সোরগোল তুলেছে যে, "বিজ্ঞানসম্মতভাবে যাকে ঠিক ইতিহাস বলে, রাশিয়ায় তার নামগন্ধও নেই। কমিউনিস্টদের তথ্যের প্রতি আস্থা নেই বললেই চলে। ইতিহাসকে তারা বিকৃত করে এবং নিজেদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন করে ইতিহাস লেখে। স্ট্যালিন যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তিনি রাশিয়ার ইতিহাস-রচয়িতাদের হুকুম দিয়ে নিজের স্বার্থে ইতিহাস লিখিয়েছিলেন। স্ট্যালিন চলে গেছেন, ক্রুশ্চেভ এখন ক্ষমতায়, তাই আবার নতুন করে ইতিহাস লেখানো হচ্ছে।" এই সমস্ত ভদ্রকুলতিলকেরা যাঁদের মধ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু লেকচারার বা অধ্যাপকও রয়েছেন, ইতিহাসবেত্তা বলতে যা বোঝায় এঁরা ঠিক তা নন; এঁরা তথ্যবিবরণীর সাথে ইতিহাসকে এক করে ফেলেছেন। ইতিহাস মানে নিছক একটা তথ্য সঙ্কলন নয়, ইতিহাস মানে একই সাথে তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। আর এই তথ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বুর্জোয়া এবং সর্বহারাশ্রেণী একেবারে দুই মেরুতে অবস্থান করে। বুর্জোয়াদের বেতনভুক এই প্রচারকেরা সাধারণভাবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচার করছে, তার যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য, এবং তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করে তা থেকে সঠিক ও অভিন্ন সত্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে, "স্ট্যালিনের ক্ষমতার অপব্যবহার" সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামের সামনে রাখা ও ফোরামেই তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। দুঃখের সঙ্গে হলেও একথা আমরা বলতে বাধ্য যে, দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ যেসব তথ্য পেশ করেছেন, তা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তা ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। যদি একই তথ্য সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মধ্যে সিদ্ধান্তটা ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে তথ্যগুলি যাচাই করা এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সেই তথ্যগুলিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামে পেশ করাটা তো আরও বেশী প্রয়োজন। তাছাড়া স্ট্যালিন কেবলমাত্র সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা ও শিক্ষক। সুতরাং স্ট্যালিনের মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোন প্রশ্নই কেবলমাত্র সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির একার

বিষয় হতে পারে না। সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছেই এর গুরুত্ব সমধিক। দ্বাবিংশ কংগ্রেসে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিন সম্পর্কে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে;প্রথমত, এসব পদক্ষেপের ফল দাঁড়াবে স্ট্যালিনকে একেবারে মুছে ফেলা (ডিস্ট্যালিনাইজেশন) যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে প্রচলিত উপলব্ধি, যা স্ট্যালিনেরই অবদান এবং যা ট্রটস্কিবাদ-টিটোবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সেই উপলব্ধির মূলেই আঘাত করবে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্রুশ্চেভ এসব পদক্ষেপগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান না, বরং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে দিয়ে দেশে দেশে একে ছড়িয়ে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাছ থেকে এটা আশা করাই উচিত নয় যে, 'স্ট্যালিন যেসব বাড়াবাড়ি (এক্সেস) করেছেন সে সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য না জেনেই তথ্য যাচাই না করেই, তা থেকে সঠিক সত্যে না পৌঁছেই, বিভিন্নকমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত পদক্ষেপগুলি অন্ধভাবে সমর্থন করবে। স্ট্যালিনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই ব্যক্তিপূজার জন্ম দিয়েছিল, তাই সেই একইরকম অন্ধতাকে কোনমতেই আর চলতে দেওয়া যায় না।

মানবতাবাদের যেখানে শেষ সেখান থেকেই সাম্যবাদের শুরু

ব্যক্তির ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে শুধু ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতার দিকগুলির বিচার-বিশ্লেষণই নয়, তাঁর কর্মকাণ্ড, তাঁর অবদানের যথাযোগ্য স্বীকৃতিও দিতে হবে। দ্বাবিংশ কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টে ক্রুশ্চেভ বলেছেন, "দলের ক্ষেত্রে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্ট্যালিন যে মহান ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন, তার স্বীকৃতি দিতেই হবে এবং তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি আমরা দিচ্ছি", কিন্তু আশ্চর্যের কথা দ্বাবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টে স্ট্যালিনের মহান ভূমিকার কোন উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নি। বরং এই রিপোর্টে তাঁর নেতিবাচক দিকগুলির (নেগেটিভ কোয়ালিটি) একটা খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। যে সব দিকগুলিকে স্ট্যালিনের নেতিবাচক দিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, আজও সেগুলি কমিউনিস্ট নৈতিকতার সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। একথাটা আমরা আমাদের ধারণা থেকেই বলছি। কারণ এ পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে যত রিপোর্ট আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে 'স্ট্যালিনের বাড়াবাড়ি'র ঘটনাগুলির যেভাবে রাখা হয়েছে, এহেন "সত্য উদঘাটনে" (যদিও এ কোন সত্য উদ্‌ঘাটনই নয়, কারণ দলের অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্ট্যালিন নিজেই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন) কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে, এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের যে ধরনের মানসিকতার (সাইকোলজিক্যাল মেক-আপ) প্রতিফলন ঘটেছে — তা থেকে বোঝা যায় যে, দ্বাবিংশ কংগ্রেসে কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা আয়ত্ত করতে পেরেছেন এমন প্রতিনিধির উপস্থিতির সংখ্যা খুবই কম ছিল। তাঁদের অধিকাংশই পরিচালিত হয়েছেন মানবতাবাদী মূল্যবোধের দ্বারা। কথাটা শুনতে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু এটাই সত্য। কমরেডস্ চরিত্রে এবং বৈশিষ্ট্যে, উভয় দিক থেকেই কমিউনিস্ট মূল্যবোধ মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। মানবসমাজের ইতিহাসে মানবতাবাদই শেষ কথা নয়। শোষণমূলক বুর্জোয়া ব্যবস্থা যতদূর উন্নত চিন্তাধারার জন্ম দিতে পারে মানবতাবাদই নিঃসন্দেহে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত। কিন্তু সমাজের অগ্রগতি এখানে এসেই থেকে যায়নি, আর সেই কারণেই মূল্যবোধের দিক থেকে মানবতাবাদ মানবসমাজের সর্বোচ্চ মানকে প্রতিফলিত করতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে, মানবতাবাদ যেখানে শেষ সেখান থেকেই কমিউনিজমের শুরু। মানবতাবাদী মূল্যবোধের সমস্ত নির্যাস নিংড়ে নিয়ে, মানবতাবাদের অবলুপ্তির পথেই কমিউনিস্ট মূল্যবোধের জন্ম এবং বিকাশ। স্ট্যালিনের চরিত্রের বহু দিক যেগুলো মানবতাবাদী মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করলে নেতিবাচক দিক বলে মনে হবে, একমাত্র কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সঠিক উপলব্ধির আধারেই সেইসব দিকগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব। স্ট্যালিন তাঁর জীবনে অনেক ভুল করে থাকতে পারেন, কিন্তু ভুল করেছেন বলেই তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় না যে সেগুলি স্ট্যালিনের চরিত্রে নেতিবাচক দিকের লক্ষণ। এজন্যই সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশ্নগুলি বিচার-বিবেচনার জন্য তা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফোরামের সামনে রাখার আমরা পক্ষপাতী। এমনকি আপাতত যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, জীবনের শেষদিকে স্ট্যালিন নিজের হাতে বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তার অপব্যবহারও করেছেন যার ফলে বহু নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ

দিতে হয়েছে; তবুও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা হিসাবে স্ট্যালিনের মহান ভূমিকার প্রশ্ন বাদ দেওয়া তো যায়ই না, এমনকি এই ঘটনা সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে একটা অতি ক্ষুদ্র দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে।

স্ট্যালিন — একজন মহান কমিউনিস্ট নেতা

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, সংশোধনবাদী এবং মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেনিন রাষ্ট্র এবং সর্বহারা একনায়কত্ব সংক্রান্ত মার্কসবাদী তত্ত্বকে বিকৃতি ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছেন; সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলি থেকে সাধারণ সত্যগুলিকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য অবদান রেখে গিয়েছেন। তেমনই স্ট্যালিনও ট্রটস্কিবাদী ও বুখারিনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃতি ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট ও বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের অধিকতর ভাঙনের যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সত্যগুলিকে তুলে ধরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমৃদ্ধ করেছেন। লেনিনবাদের সমস্যা প্রসঙ্গে, জাতিগত সমস্যার প্রশ্নে, ভাষা সমস্যা সম্পর্কে, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের সমস্যা প্রসঙ্গে এবং বিশেষ করে বিপ্লবী সমরবিজ্ঞান প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের রচনাগুলি বিপ্লবী বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। একজন মহান কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে স্ট্যালিনের যে নেতৃত্বকারী ভূমিকা, তাকে খাটো করা — যা বাস্তবে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তাঁর রচনাগুলি প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে করেছেন — এর অর্থ হল, ইতিহাসে তাঁর যোগ্য মূল্য দিতে অস্বীকার করা। প্রকৃতপক্ষে, লেনিনবাদ সম্পর্কে সোস্যাল ডেমোক্রেসি ও ট্রটস্কিবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে উপলব্ধি নিয়ে বর্তমানে আমরা চলেছি — সেটা স্ট্যালিনেরই অবদান। ট্রটস্কি নিজেকে বলতেন লেনিনবাদী, যদিও লেনিনবাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল। ট্রটস্কির অনুগামীরাও নিজেদের লেনিনবাদী বলতেন, লেনিনকে অথরিটি মানতেন, কিন্তু যেটা তাঁরা মানতে পারতেন না তাহল, লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের ব্যাখ্যা। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের যে উপলব্ধি স্ট্যালিন তুলে ধরেছেন, তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার জন্যই সোস্যাল ডেমোক্র্যাট এবং ট্রটস্কিবাদীদের আজ কমিউনিস্ট বলে মনে হয় না। লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের উপলব্ধিই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের গঠিত উপলব্ধি, এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই সাম্যবাদী আন্দোলন বর্তমান স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। আগামী দিনে নূতন নূতন সমস্যা, বহু নূতন ঘটনার আলোকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অবশ্যই আরও সমৃদ্ধ হবে; কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে মৌলিক উপলব্ধি স্ট্যালিন তুলে ধরেছেন, তা থাকবে; মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আরও উন্নত, আরও সমৃদ্ধ উপলব্ধি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশ্বের কমিউনিস্টদের তা পথ দেখাবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর পূর্বসূরী মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের মতো স্ট্যালিনও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একজন অথরিটি। তাই, স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার অনিবার্য পরিণাম হল তাঁর অথরিটিকে অস্বীকার করা; যার অর্থ লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি — যেটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আজকের দিনের সঠিক উপলব্ধি — তাকেই অস্বীকার করা। স্ট্যালিনের অথরিটিকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণসত্তাকে রক্ষা করতে ট্রটস্কিবাদী এবং বুখারিনপন্থীদের বিরুদ্ধে যে নিরলস সংগ্রাম স্ট্যালিন পরিচালনা করেছিলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের সেই অধ্যায় মসীলিপ্ত, তমসাচ্ছন্ন থেকে যাবে; তার ফলে সুদৃঢ় আদর্শগত প্রত্যয় গড়ে তোলার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চি ত করা হবে। এর দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমদানীর রাস্তা খুলে দেওয়া হবে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এককথায়, এর দ্বারা মহান লেনিন তথা লেনিনবাদের মর্যাদাকেই কার্যত ভূলুণ্ঠিত করা হবে।

স্ট্যালিন — শান্তিপূর্ণ সহবস্থান তত্ত্বের রূপকার

তত্ত্বগত ক্ষেত্রে অনন্য ক্ষমতার অধিকারী হিসাবেই শুধু নয়, সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন অসামান্য সংগঠক হিসাবেও মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সঙ্গে স্ট্যালিনও আমাদের স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে থাকবেন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন লেনিন, আর স্ট্যালিন তাকে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের দুর্ভেদ্য

দুর্গে পরিণত করেছেন। যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক লেনিন প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্ট্যালিনই নেতৃত্ব দিয়ে সেই ক্ষুদ্র সংগঠনটিকে বিরাট শক্তির আধারে পরিণত করেছেন। তাছাড়াও, দেশে দেশে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও স্ট্যালিনের নেতৃত্ব পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে — গুরুতর ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা এবং সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও — সাম্যবাদী আন্দোলনের যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি, বিকাশ ও সাফল্য তাও স্ট্যালিন নেতৃত্বেরই কৃতিত্ব। একথা ঠিক যে, লেনিনই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন;কিন্তু স্ট্যালিন সেই ভিত্তির ওপর পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বগত কাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন, তিনিই এই নীতিকে সোভিয়েট বিদেশনীতির মূল স্তম্ভে পরিণত করেছিলেন যার ওপর সোভিয়েট বিদেশনীতি এমনকি আজও দাঁড়িয়ে আছে। দুই সমাজব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ধারণাকে একটা তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সোভিয়েট বিদেশনীতির মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ট্রটস্কির অনুগামীরা লেনিনকে নয়, বরং স্ট্যালিনকেই প্রতিবিপ্লবী, শ্রেণী-সমঝোতাবাদী বলে আক্রমণ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তত্ত্বে ও প্রয়োগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্ট্যালিনের ভূমিকাকে আজ অস্বীকার করা হচ্ছে, শুধু তাই নয়, অতি সূক্ষ্মভাবে এমন একটা প্রচারও চালানো হচ্ছে যাতে এ ধরণা গড়ে ওঠে যে, ক্রুশ্চেভই যেন এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বের রূপকার। আর স্ট্যালিনের অনুগামীরা সকলেই শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নীতির বিরোধী, তাঁরা কেবলই যুদ্ধের রাস্তায় যেতে চান এবং এদের বিরুদ্ধেই যেন ক্রুশ্চেভ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ স্ট্যালিন তুলে ধরেছেন, দুই বিশ্বব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বের যে উন্নত উপলব্ধি তিনি দিয়েছেন, এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে যে সোভিয়েট বিদেশনীতি তিনি গড়ে তুলেছেন এবং এধরনের আরও বহু অবদান যা তিনি রেখে গিয়েছেন — সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব হুবহু সেগুলিই তুলে ধরেছেন, সেগুলিই অনুসরণ করছেন, কিন্তু কোথাও স্ট্যালিনের অবদানকে স্বীকার করছেন না। আমরা মনে করি, এই আচরণ কমিউনিস্ট নৈতিকতার বিরোধী। নেতা তো বটেই, এমনকি একজন সহযোদ্ধাও যে জায়গাটাতে তুলনামূলকভাবে বড়, তার স্বীকৃতি দিলে কেউ নিজে ছোট হয়ে যায় না; বরং অপরের গুণাবলীর স্বীকৃতি দিতে পারলে তা কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেকে আরও বড় করে গড়ে তোলার পথে সাহায্য করে। যিনি অহম্‌বোধের একটি ফানুস, আত্মম্ভরিতা হাম্‌বড়াভাবে যিনি ভরা তিনিই ব্যক্তিপূজাবাদের (কাল্ট অব ইণ্ডিভিজুয়াল) শিকার হন। একইভাবে যিনি সচেতনভাবে অপরের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে খাটো করে দেখান, তিনিও উল্টো দিক থেকে ব্যক্তিপূজাবাদেরই চর্চা করেন। দল ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্ট্যালিনের বিরাট অবদানকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েও কার্যত সেই একই ব্যক্তিপূজাবাদের চর্চা চলেছে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বকে স্ট্যালিন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন আমরা করতে পারি কি? সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতার মতো স্ট্যালিনও একজন নেতা ছিলেন — ব্যাপারটা কি এরকম? নাকি তাঁর স্থান ছিল সহযোদ্ধাদের থেকে অনেক উচ্চে? সাম্যবাদী আন্দোলনে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন, তা কি সমসাময়িক অন্য নেতাদের সমতুল্য, নাকি সেদিনের সাম্যবাদী আন্দোলনে সমস্ত নেতাদেরও নেতা হিসাবে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা তিনি পালন করেছেন? সীমাবদ্ধতা তাঁর ছিল একথা ঠিক। এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে দেখানো এবং এ বিষয়ে কমিউনিস্টদের সতর্ক করে দেওয়াট একরকম, কিন্তু তাঁকে একজন সাধারণ স্তরের কমিউনিস্ট হিসাবে দেখানোটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সত্যও নয়, এবং এর কোন বিপ্লবী তাৎপর্য ও থাকতে পারেনা। একমাত্র বিদ্বেষ ছাড়া স্ট্যালিনকে একজন সাধারণ স্তরের কমিউনিস্ট হিসাবে দেখানোর আর কোন কারণ থাকতে পারে কি? আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, সীমবদ্ধতা সত্ত্বেও স্ট্যালিন ছাড়া সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির জীবিত বা মৃত নেতাদের মধ্যে আর কে আছেন, যিনি লেনিনের সবচেয়ে কাছাকাছি যেতে পারেন? কমিউনিস্টদের সবসময় বিপ্লবী প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করা উচিত। স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করে বিপ্লবের কোন্ স্বার্থটি চরিতার্থ করা হচ্ছে? যথার্থ কমিউনিস্টরা চান, ব্যক্তিপূজাবাদের মূল কারণটিকে উপড়ে ফেলা হোক, কমিউনিজম বিরোধী এই চর্চার অবশিষ্ট রেশটুকুও নির্মূল করা হোক, কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে এ জিনিস সাম্যবাদী আন্দোলনকে দূষিত করতে না পারে এবং বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাধারণ কমিউনিস্টরা, স্ট্যালিনের সীমাবদ্ধতার দিকগুলি থেকে মুক্ত হয়ে, যেন স্ট্যালিনের মতো মহান কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ কাজটি করার জন্য স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করা কি প্রয়োজন? নাকি প্রয়োজন হল, আরও বেশি করে স্ট্যালিনের চরিত্রের গুণের দিক,

মহত্ত্বের দিকগুলি আয়ত্ত করার জন্য চেষ্টা করা।

স্ট্যালিন সম্পর্কে যথাযোগ্য মূল্যায়ন আজ করতে হবে

সাম্যবাদী আন্দোলনে স্ট্যালিনের ভূমিকাকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেওয়ার সমর্থনে কেউ কেউ এমন যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, অতীতে তাঁর ভূমিকার কথা এত বেশি বলা হয়েছে এবং এত ব্যাপক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানে তা উল্লেখ করার দরকার নেই। কথাগুলো আমরা বলছি কমরেড মিকোয়ানের[৩] কথা মনে রেখে। কয়েক বছর আগে তিনি যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন এখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে, তিনি এ ধরনের কিছু যুক্তি করেছেন। এ ধরনের যুক্তি আদৌ ধোপে টেকে না, কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রশ্নটা এই নয় যে, অতীতে স্ট্যালিনের ভূমিকার কথা যত ঘন ঘন বলা হয়েছে এখন ততবার বলা হবে কিনা। আসলে প্রশ্নটা হল, স্ট্যালিনের যথাযোগ্য মূল্যায়ন। স্ট্যালিনের ভূমিকার কথা ঘন ঘন উল্লেখ করা সত্ত্বেও তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করা যায় নি এবং সে সময়ে সাধারণভাবে ব্যক্তিপূজা এবং বিশেষভাবে স্ট্যালিনপূজা যেভাবে ছেয়ে ফেলেছিল, সেই পরিবেশে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভবও ছিল না। সেদিন তাঁর সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর ভূমিকার যা মূল্যায়ন হয়েছে তা সবই ছিল স্ট্যালিনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের তমসায় আচ্ছন্ন। বর্তমানে পরিবেশ যেহেতু সেই অন্ধতা থেকে মুক্ত, তাই আজ সাম্যবাদী আন্দোলনে স্ট্যালিনের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব। সুতরাং আজ সে কাজ আমাদের করতে হবে। তাছাড়া, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের খেয়ালে রাখতে হবে, তাহল, স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করতে গিয়ে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে একটা অত্যন্ত বাজে ঝোঁক কাজ করছে। ঝোঁকটা হল, একজন নেতা ও শিক্ষককে ততক্ষণই মেনে চলা, যতক্ষণ তাঁর কোন ত্রুটির দিক ধরা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে নেতা হিসাবে তাঁকে অস্বীকার করা। এই ঝোঁকের মধ্যে যে ধারণাটা কাজ করছে তা হল, নেতার কোন ত্রুটি থাকতে পারে না। এ একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ধারণা যা নেতার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের জন্ম দেয় এবং ব্যক্তিপূজার পথ প্রশস্ত করে।

ব্যক্তি স্ট্যালিন নাকি প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র কে দায়ী?

স্ট্যালিন ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, — এর পক্ষে ক্রুশ্চেভ যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবার সেগুলি দেখা যাক। ভুল আর অপরাধের মধ্যে পার্থক্য কি তা আমরা সকলেই জানি। সন্দেহাতীত কোন প্রমাণ না থাকলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কোনমতেই করা চলে না যে, 'স্ট্যালিন কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার যার ফলে বহু নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল, তার পিছনে একটা অপরাধমূলক উদ্দেশ্য কাজ করেছে। দ্বাবিংশ কংগ্রেসে এমন কোন তথ্য উপস্থিত করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ক্রুশ্চেভ যেমন বলেছেন — "এগুলি নিছক ভুল ছিলনা। এ ছিল সুপরিকল্পিত, অপরাধমূলক, হঠকারী নীতি" — তেমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কোনমতেই সম্ভব নয়। ক্রুশ্চেভ যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং তা থেকে যে সিদ্ধান্ত টানতে চেয়েছেন তার পরিবর্তে সেইসব ঘটনার সম্ভাব্য অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে। সকলেই জানেন, স্ট্যালিনের সময় প্রশাসন যন্ত্রের গভীরে আমলাতন্ত্র শিকড় গেড়ে বসেছিল। আমলাতন্ত্রের প্রতি তাঁর ঘৃণা যতই হোক (সপ্তদশ কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টে আমলাতন্ত্রের নিন্দা তাঁর ঘৃণারই প্রমাণ) আমলাতন্ত্রের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন, দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ চালাতে সেই আমলাতন্ত্রের উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল এবং এও হতে পারে যে, বহু নিরপরাধ মানুষের জীবনহানির জন্য এই আমলাতন্ত্রেই দায়ী। প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে স্ট্যালিন হয়তো সেগুলোকে অনুমোদন দিয়েছেন মাত্র। দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ যেসব তথ্য দিয়েছেন তা থেকেই প্রমাণ পাওয়ায় যায়, এমনটা হয়ে থাকতে পারে। ইয়াকির, ভানিদ্‌জে এবং অন্যান্যদের যে দৃষ্টান্ত ক্রুশ্চেভ দিয়েছেন, তার কথাই ধরা যাক। ক্রুশ্চেভ বলেছেন, দলের প্রতি, স্ট্যালিনের প্রতি তাঁদের গভীর আনুগত্য ছিল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন স্ট্যালিনের নিকট আত্মীয় এবং সকলেই ছিলেন স্ট্যালিনের অত্যন্ত কাছের কমরেড। স্ট্যালিনের প্রতি আনুগত্য এত গভীর ছিল যে, গুলিবিদ্ধ হওয়ার মুহূর্তেও ইয়াকির চিৎকার করে বলেছিলেন — "পার্টি জিন্দাবাদ", "স্ট্যালিন জিন্দাবাদ"। তাঁদের এই আনুগত্যের কথা স্ট্যালিন নিজেও জানতেন। ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে স্ট্যালিন যদি চলতেন, তাহলে তাঁর অনুগত কমরেডদের গুলি করার আদেশ

নিশ্চয় তিনি দিতেন না, অতি সহজেই তিনি তাঁদের প্রাণ রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি শাস্তির আদেশ মঞ্জুর করেছিলেন, শুধু তাই নয়, এমনকি তাঁদের মৃত্যুর খবর জানানো হলেও তিনি দুঃখিত হন নি। এই ঘটনাটি বিশেষভাবে কাজে লাগিয়ে ক্রুশ্চেভ দেখাতে চেয়েছেন, স্ট্যালিন কতখানি নিষ্ঠুর ছিলেন! বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ কমরেডদের প্রতি চরম শাস্তি মঞ্জুর করা এবং তাঁদের মৃত্যুতে এতটুকু দুঃখিত না হওয়া — স্ট্যালিনের এই আপাত বিস্ময়কর আচরণটিকে বুঝব কিভাবে? প্রশাসনের রিপোর্টের ভিত্তিতে স্ট্যালিন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী এবং এ ব্যাপারে তিনি, একজন যথার্থ বিপ্লবীর মতোই আপন কর্তব্য পালন করেছিলেন। এর মধ্যে চরিত্রের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়, তার যথার্থ মূল্য বুঝতে পারা কোন মানবতাবাদীর পক্ষে সম্ভব নয়। একজন বিপ্লবীর কাছে বিপ্লবের প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বড়, আর সব কিছুই — যেমন ভালবাসা, মমত্ব, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বন্ধুত্ব — যা একজন মানবতাবাদীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত মূল্যবান, যা নিয়েই সে বেঁচে থাকতে পারে, একজন বিপ্লবীর কাছে এসবই বিপ্লবের প্রয়োজনের তুলনায় গৌণ। বিপ্লবের প্রয়োজনে যদি ঘনিষ্ঠতম কমরেডেরও প্রাণদণ্ড দিতে হয় একজন যথার্থ বিপ্লবী অপার আনন্দের সঙ্গেই তা দিতে পারে। বিপ্লবের প্রয়োজন মনে করেই স্ট্যালিন হয়ত ইয়াকির, ভানিদ্‌জে এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা কমরেডদের প্রাণদণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন — এটাই হয়ত সত্য, যা ক্রুশ্চেভ ধরতেই পারেননি। হয়ত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন থেকে দেওয়া তাঁদের সম্পর্কে রিপোর্টের ভ্রান্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করার স্ট্যালিনকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তা ভুলই, অপরাধ নয়। আমাদের কাছে এইটেই একমাত্র সম্ভাব্য সঠিক ব্যাখ্যা বলে মনে হয়, তা না হলে কেনই বা স্ট্যালিন তাঁর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত কমরেডদের মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করবেন, আর তা কার্যকরী হওয়ার কেনই বা তিনি খুশী হবেন — এর আর কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিশেষ সময়ের বিশেষ পরিস্থিতিকে বিচারের মধ্যে নিতে হবে

আমরা আগেই দেখিয়েছি, সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতরে ও বাইরে সেদিন যে কঠিন বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সেই যুক্তি তুলে স্ট্যালিনের ত্রুটির দিকগুলিকে চাপা দেওয়া কোন মতেই ঠিক হবে না। আবার বিশেষ সময়ের বিশেষ পরিস্থিতিকেও পুরোপুরি অস্বীকার করা ঠিক হবে না। গোপন গোয়েন্দা বিভাগের একটা রিপোর্ট ছিল যে, লালফৌজের অভ্যন্তরে জার্মান সেনাপতিদের কিছু গুপ্তচর রয়েছে — পরে এ রিপোর্টটি জাল প্রমাণিত হলেও সে সময় সেটা জাল বলে বিবেচিত হয় নি। ফ্যাসিস্টরা এবং সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করার মতলব আঁটছিল। দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীরা মাথাচাড়া দিতে চেষ্টা করেছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা, এমনকি শত্রুরা পর্যন্ত দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দলে বেশ উচ্চস্থানও দখল করেছিল। এমন একটা সংকটময় মুহূর্তে শত্রুদের নির্মূল করার জ্যন দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে বিরাট সংখ্যক শত্রুর সঙ্গে বেশ কিছু নিরপরাধ মানুষেরও প্রাণহানি ঘটেছে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বিশেষত স্ট্যালিনের এক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সেদিন প্রয়োজনীয় সতর্কতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। সতর্কতার এই ঘটতিকে যেমন কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, আবার এও অস্বীকার করা চলে না যে, বিশেষ বিশেষ সংকটময় মুহূর্তে এমন ঘটনা ঘটনা অসম্ভব নয়। সে যাই হোক; কোন একটি ঘটনা, যে বিশেষ সময়ে ঘটেছে, সেই বিশেষ সময়ের বিশেষ পরিস্থিতিকে বিচারের মধ্যে না এনে সেই ঘটনা সম্পর্কে কোন মনগড়া ধারণা গড়ে তোলা আকাঙ্ক্ষিতও নয়, এবং তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন ধরুন, ভবিষ্যতে, হয়তে কুড়ি বছর বাদে, সমাজতন্ত্রের আরও অগ্রগতি ও সংহতির পর, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অন্য কোন একজন নেতা এসে যদি বলেন, হাঙ্গেরীর প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানকে দমন করতে গিয়ে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার জন্য ক্রুশ্চেভ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী — তাহলে এইসব নিষ্ঠুর কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ক্রুশ্চেভকে দায়ী করাটা কি তাঁর ঠিক হবে? দ্বিধাহীনভাবে আমরা বলব — না, তা ঠিক হবে না। বিপ্লবই যখন বিপন্ন এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার জন্য যখন বলপ্রয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, এমন একটা সময়ে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে অনেক নিরপরাধ মানুষেরও প্রাণ যেতে পারে। এমন ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে যে, পরে যাঁরা নিরপরাধ বলে প্রমাণিত হয়েছেন, তাঁদের

শাস্তি দেবার সময়, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা, সংহত করাও শক্তিশালী করার জন্য স্ট্যালিনের গভীর উদ্বেগের কাজ করেছিল। সেক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তটা ভুল হলেও সেজন্য ক্ষতি যাই হোক, তাঁকে কোনমতেই অপরাধী বলা যাবে না, একে অনিচ্ছাকৃত ভুলই বলতে হবে।

স্ট্যালিনের সহযোদ্ধাদের ভূমিকা

সর্বশেষে, আমরা আর একটি দিক তুলে ধরতে চাই। ভুল স্বীকার করতে কমিউনিস্টরা ভয় পায় না। কিন্তু সমালোচনা-আত্মসমালোচনার লেনিনীয় নীতি কি ঠিক ঠিক মতো অনুসরণ করা হচ্ছে? স্ট্যালিন যদি স্বেচ্ছাচারীর মতো কাজ করে থাকেন, দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র লঙঘন করে থাকেন, ব্যক্তিপূজাবাদের চর্চা করে থাকেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন, তবে বিষয়টিকে দলের গোচরে আনার জন্য ও সরাসরি তাঁকে অভিযুক্ত করার জন্য তাঁর সহ যোদ্ধা কমরেডরা যাঁরা তাঁর পাশে কাজ করতেন তাঁরা কি করেছিলেন? ক্রুশ্চেভ, মিকোয়ান বা স্ট্যালিনের অন্যান্য সহযোদ্ধারা সে সময়ে সঠিকভাবে সাহসের সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন কি? সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতাদের কেউই স্ট্যালিনের সময়ে পার্টির সাধারণ স্তরের এমন একজন সভ্য ছিলেন না যে তাঁদের কথার গুরুত্ব তাঁরা পার্টিকে বোঝাতে পারতেন না। তাঁদের বেশিরভাগই সে সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। যদি তাঁরা চাইতেন এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতেন তবে স্ট্যালিনকে তাঁর ভুলটা দেখিয়ে তাকে সংশোধন করতে পারতেন। যদি সরাসরি বিরোধিতা করতে তাঁরা ভয়ও পেতেন। (কাপুরুষতা এমন একটা ত্রুটি যা একজন বিপ্লবীর পক্ষে ভাবা যায় না), তাহলেও স্ট্যালিনকে তোষামোদ করা থেকে অন্তত বিরত থাকতে পারতেন। কিন্তু উল্টে তাঁরাও সেদিন স্ট্যালিনকে দেবতা বানানোর সুরেই সুর মিলিয়েছিলেন। স্ট্যালিনের মত একজন পরীক্ষিত বিপ্লবীর মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের এই আচরণ কোন অংশেই কম দায়ী নয়। স্ট্যালিনের হাতে বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলেই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতারা তাঁদের কর্তব্য ঠিকমতো এবং সাহসের সঙ্গে সেদিন পালন করতে পারেন নি — এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, একথা তো ঠিক যে, স্ট্যালিনের হাতে এত ক্ষমতা পার্টিই তুলে দিয়েছিল। কাজেই পার্টি সিদ্ধান্ত নিলেই তাঁর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারত। তাহলে এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পার্টির গোচরে আনার কোন চেষ্টা করা হল না কেন? বুর্জোয়া সংবাদপত্রে এ প্রসঙ্গে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্রুশ্চেভ যখন 'স্ট্যালিনের ক্ষমতার অপব্যবহারের' দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন, তখন কংগ্রেসেরে একজন প্রতিনিধি অলক্ষ্যে বলে ওঠেন — "তখন আপনারা সব কি করছিলেন?" কথাটা কে বলেছে ক্রুশ্চেভ বুঝতে পারেন নি। যে কমরেডটি প্রশ্ন করেছেন, তিনি তাঁর নাম জানতে চান। প্রতিনিধিটি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নাম জানাতে সাহস পান নি, 'বোবার কোন শত্রু নেই' প্রবাদটি স্মরণ করে তিনি চুপ করে থাকেন। কয়েক মিনিট বেশ নাটকীয় বিরতি ও নীরবতার পর ক্রুশ্চেভ উত্তর দিয়েছিলেন — "যে কমরেড প্রশ্ন তুলেছেন তিনি এখন যা করছেন, আমরাও ঠিক তাইই করেছিলাম।" সংবাদপত্রের রিপোর্টটা ছিল এইরকম। এর কতটা সত্য তা আমাদের জানা নেই। এ ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে এই ঘটনা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এক অত্যন্ত দুঃখজনক চেতনার মানকেই প্রতিফলিত করছে। তাছাড়া, ক্রুশ্চেভের জবাবটা যতই মুখরোচক হোক না কেন, তিনি কিন্তু কমরেডটির মূল প্রশ্নের কোন জবাব দেননি। আমরা মনে করি, 'স্ট্যালিনের ক্ষমতার অপব্যবহার' সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নটিকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় বিচার করে দেখা হোক, এবং এক্ষেত্রে শুধু স্ট্যালিনের ভূমিকাই নয়, তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের ভূমিকাকেও খতিয়ে দেখা হোক।

সাম্যবাদী আন্দোলনকে নব বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে চলুন

পরিশেষে, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতাদের কাছে, বিশেষত কমরেড ক্রুশ্চেভের[৪] কাছে আমাদের আবেদন, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন বিশ্বসমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত একটি ভ্রাতৃপ্রতিম দলের সমালোচনা হিসাবেই আমাদের বক্তব্যকে বিবেচনা করুন। স্ট্যালিনের ভূমিকার বিশেষ মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে আদর্শগত ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি যে মারাত্মক আকার নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে দেখা দিয়েছে, তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্যকে

আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে, স্ট্যালিনের সঠিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ব্যক্তিপূজাবাদের মূল কারণ থেকে সাম্যবাদী আন্দোলনকে মুক্ত করা, স্ট্যালিনপূজার যতটুকু রেশ রয়েছে তার অবসান ঘটানো, পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক উপলব্ধির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা, সাম্যবাদী শিক্ষায় কমিউনিস্টদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং তার মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা — এগুলিই আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং আমরা আশা করি পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন, আদর্শগত সংগ্রামকে সার্থকভাবে পরিচালনার মধ্য দিয়ে আদর্শগত ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার বিভ্রান্তিকে দূর করবেন সাম্যবাদী আন্দোলনকে অপ্রতিহত বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ
শিবদাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইণ্ডিয়া

১, ৩, ৪। পরবর্তীকালে ‘রেনিগেড’-এ পরিণত।
২। আগেই বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে সি পি এস ইউ-এর নেতৃত্ব সংশোধনবাদীরা দখল করে নেয়।

প্রথম প্রকাশ ঃ
১ মার্চ, ১৯৬২, ইংরাজিতে।
১৬-১৮ নভেম্বর, ১৯৬১, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক দলিলটি গৃহীত হয়।